ইএসডিও বার্তা

বর্ষ ৩য়
সংখ্যা ২ ও ৩
ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৯

ইএসডিও'র ৩১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা

চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর-গ্রামে অরণ্যে পর্বতে।।

আজ ইএসডিও'র ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ত্রিশ বছর আগে স্থানীয় পর্যায়ের এটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছি- এটি নিঃসন্দেহে সংস্থা'র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সময়ের মধ্যে ইএসডিও তার বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে দেশের ৪৯টি জেলার জনগণের কাছে। যে লক্ষ্য নিয়ে সংস্থা'র যাত্রা শুরু এবং বিস্তার তার কতটুকু অর্জন করা গেছে প্রকৃতপক্ষে সে বিচার করতে পারবেন এর লক্ষ লক্ষ সুবিধাভোগী আর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিবৃন্দ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোন একটি প্রকল্প তো নয়ই, কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সরকার, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশীল সমাজসহ সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে দেশকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্ত করে প্রকৃত উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে। এ প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই, দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নিরসনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সামান্য হলেও ইএসডিও ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

ইএসডিও সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দুই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে; প্রথমতঃ নির্দিষ্ট সময় মেয়াদী প্রকল্প এবং দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প। সংস্থা'র দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের মধ্যে রয়েছেঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ, ইএসডিও কমিউনিটি ও শিশু হাসপাতাল, লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর, অরণি হ্যান্ডিক্রাফটস্ ইত্যাদি - যেগুলির সেবা মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে চলতে থাকবেন।

ইএসডিও'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমতাভিত্তিক ভেদাভেদমুক্ত বৈষম্যহীন একটি সমাজ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যেই সংস্থা'র নিরন্তর পথচলা। আমরা লক্ষ্য করেছি দেশের চরম সংখ্যালঘুরা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছেন। এই অবস্থান থেকে তাদের যাতে উত্তরণ ঘটে সে জন্য ইএসডিও কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের মূল কর্ম এলাকা ঠাকুরগাঁওয়ের চরম সংখ্যালঘুরা ইএসডিও-কে আজ তাদের নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে মনে করেন, যা প্রকৃতপক্ষে ইএসডিও'র জন্য একটি সফল এবং তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন। এভাবে চরম সংখ্যালঘুসহ সমাজের অতি দরিদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা'র উন্নতি ঘটাতে ইএসডিও খাদ্য নিরাপত্তা; অধিকার ও সুশাসন; স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; হাইজিন ও স্যানিটেশন; দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা; কৃষকদের মাঝে পরিবেশ বান্ধব উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কম খরচে অধিক ফসল উৎপাদন; শিক্ষা এবং ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এবং যাবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সংস্থা দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ সংস্থা'র কর্মীবৃন্দ হতদরিদ্র মানুষকে কেবল তাদের নিজেদের উন্নয়ন নিজেরা কিভাবে করতে পারবে সেই পথ দেখায় মাত্র। আসলে দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই কঠোর পরিশ্রম ক'রে করে থাকেন।

আজ এই দিনে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি উন্নয়ন সহযোগীদের কথা, যাদের সহায়তায় আমরা কাজগুলো করতে পেরেছি এবং করে যাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থা'র সাধারণ পরিষদে এবং নির্বাহী পরিষদে যাঁরা ছিলেন এবং আছেন - তাঁদের পরামর্শ এবং প্রচেষ্টাতেইতো ইএসডিও'র এই অগ্রযাত্রা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংস্থা'র নিবেদিত প্রাণ উন্নয়ন কর্মীবৃন্দকে, যারা প্রত্যন্ত চর এলাকাসহ সেইসব অঞ্চলে - যেখানে বিদ্যুৎসহ ন্যুনতম নাগরিক পরিষেবা নেই - দিনের পর দিন স্থানীয় মানুষের সাথে অবস্থান করে কাজ করে চলেছেন। সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইএসডিও'র সকল কর্ম এলাকার সরকারী প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় পর্যায়ের সুধীবৃন্দকে, যাঁরা আমাদের উন্নয়ন কর্মীদের সর্বক্ষেত্রে সহায়তার হাত সবসময় বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

সকলকে ৩১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর নিরন্তর শুভেচ্ছা।

প্রাক-কথন

আমাদের সূচনা ছিল একেবারেই অনানুষ্ঠানিক-একদল তরুণের গভীর মানবিকতার গল্প। ৮৮'র বন্যা মোকাবেলায় দিবারাত্রী বন্যায় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলো এই তরুণেরা। বন্যাত্তোর পূণর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতে যেয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় ইএসডিও। ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের কলেজপাড়ায় ছোট্ট পরিসরের সেদিনের ইএসডিও আজ বিস্তৃত হয়েছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের ৪৯টি জেলার ২৭২টি উপজেলায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার উন্নয়নকর্মীর মাধ্যমে আশিলক্ষ মানুষের দোরগোড়ায় আয় ও মানবিয় বৈষম্য দূরীকরণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ইএসডিও'র ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছে এবং চলবেই।

৩১ বছরের পূর্ণতার এই শুভদিনের শুভক্ষণে আমরা গভীরভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, ইএসডিও'র সকল উন্নয়ন সহযোগী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট সেক্টরকে-যাঁদের ধারাবাহিক অকুন্ঠ সমর্থনে আমাদের দীর্ঘদিনের পথ চলা।

ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ এবং ইএসডিও'র সকল উন্নয়ন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।
আয় ও মানবিয় বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হবে-৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
ইএসডিও

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ইএসডিও 'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সব সময় আমাদের জন্য বছরের সেরা উৎসব। অধীর আগ্রহে ৩রা এপ্রিলের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি। আজ থেকে ৩১ বছর পূর্বে যাত্রা শুরু হয়েছিল ইএসডিও'র। দেখতে দেখতে আমরা পেরিয়ে গেছি অনেক সময়। ইএসডিও বিস্তৃত হয়েছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। ক্ষুধা ও দারিদ্রতা দূরীকরণে, শিক্ষার আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে, নারীর ক্ষমতায়নে, কৃষি কিংবা স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে, নগর কিংবা গ্রামে মানুষের বিপুল কর্মযজ্ঞে সরকারের পাশাপাশি ইএসডিও'র ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

বরাবরের মতো এবছরও প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশে ৪৯টি জেলা ও ২৭২টি উপজেলায় একযোগে একই সময়ে পালিত হচ্ছে ইএসডিও'র ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-২০১৯।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি-মনের সুখে উৎসবের আনন্দে। এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

আমাদের মিলিত প্রচেষ্টায় পারস্পরিক ভেদভেদ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে এই প্রত্যাশায়।

সেলিমা আখতার
অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও
ও
অধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ এবং
আহবায়ক, ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটি

আমাদের কথা

ঠাকুরগাঁও জেলার কয়েকজন উদ্যমী যুবকের একতাবদ্ধ প্রয়াসে ১৯৮৮ সালে গড়ে ওঠে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। প্রতিষ্ঠা হতেই দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের জন্য অবিরত কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। ইএসডিও'র স্বপ্ন একটি সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আগামীকে নব নব সৃষ্টির মিছিলে অংশগ্রহণ করাতে ইএসডিও এগিয়ে যাচ্ছে শান্তি, সমৃদ্ধময় সমাজ গঠনে। একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রীক সাফল্যের জন্য কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে ভালবাসতে হয়। আসুন, প্রতিষ্ঠা দিনে আমরা সংকল্পে অটল হই-স্বরণীয় ও বরণীয় ইএসডিও প্রতিষ্ঠায়। বিকশিত জীবনের স্বপ্ন ধারায় ইএসডিও পরিবারের প্রয়াস 'ইএসডিও বার্তা' নিয়মিত প্রকাশে আমরা নিবেদিত। প্রতিটি সংখ্যায় ইএসডিও'র কর্মযজ্ঞের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা আমাদের নিষ্ঠাবান কর্তব্য। এবারের সংখ্যাটি নিয়মিত প্রকাশ হলেও এটাকে আমরা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা আখ্যা দিয়েছি। কেননা, এতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কর্মযজ্ঞের প্রতিচ্ছবি ছাড়াও সংস্থায় কর্মরত উন্নয়নকর্মীদের স্মৃতিচারণ, ইএসডিও পরিচিতি সংযুক্ত করেছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইএসডিও পরিবারের যে ক জন সদস্য তাদের দরদি মন দিয়ে তাদের আবেগ, অনুভূতিকে অকৃত্রিমভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমরা নিশ্চিত যে, পাঠকগণ এইসব লেখিয়েদের লেখার সাহিত্যমান বিচার না করে আবেগকে বোঝার চেষ্টা করবেন। বার বার প্রুফ দেখার পরও কিছু বানান ভুল থেকে যেতে পারে, এই সীমাবদ্ধতা একান্তই সম্পাদনা পরিষদের। আশা করি সকলে বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ইএসডিও'র ৩১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাঁদের পবিত্র রক্তের প্রতি সযত্ন শ্রদ্ধা জানাচ্ছি- যাঁরা ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রিয় প্রতিষ্ঠানের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অভিনন্দন জানাচ্ছি যাদের ত্যাগ, নিরলস শ্রম আর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইএসডিও ক্রম সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। সকলের অব্যাহত সহযোগিতায় ইএসডিও বার্তা সংস্থার সফল মুখপত্র হয়ে উঠবে এ আমাদের অকৃত্রিম বিশ্বাস। এই সংখ্যায় প্রকাশিত স্মৃতিচারণ মূলক লেখা সমূহে লেখকের নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, এর দায়িত্ব কোন ভাবেই সম্পাদনা পরিষদ বা ইএসডিও'র নয়।

সম্পাদনা পরিষদ

ইএসডিও উন্নয়নের ধ্রুবতারা

পটভূমি
ঠাকুরগাও জেলা শহরের একদল সমাজ মনস্ক, শিক্ষিত তরুণের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলার মাধ্যমে ইএসডিও'র জন্ম। সূচনাতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বন্যা শেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষতঃ বিত্তহীন ভূমিহীনদের চাহিদা নিরূপন করে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু হয়।

ভিশন
আমরা এমন একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ চাই, যেখানে আয় ও মানবীয় দারিদ্রতা থাকবে না, প্রত্যেক মানুষ পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করবে।

মিশন
ব্যাপক আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানবাধিকার ও সুশাসন এবং পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ইএসডিও'র কর্মএলাকাতে আয় ও মানবীয় দারিদ্রতা হ্রাস। ইএসডিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং কার্যকর ভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতি উত্তরণ, মানবীয় মর্যাদা ও নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানবীয় সামর্থায়নে কাজ করছে। সার্বিকভাবে নারী এবং বিশেষভাবে শিশুরা ইএসডিও'র সামগ্রীক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সকল ধরনের সেবায় অতি দরিদ্র মানুষের সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই ইএসডিও'র মূল মেনিফ্যাস্টো।

স্থাপিত: ৩ এপ্রিল ১৯৮৮

আইনগত বৈধতা
ইএসডিও সমাজ সেবা অধিদপ্তর (৪৪০/৮৮; ১৪.১১.১৯৮৮), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (৬৯৪/৯৩; ১৫.০৩.১৯৯৩ (নবায়ন: ১৫/০৩/২০১৮ হতে ১৪/০৩/২০২৮), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ-০০০২০৪; ২৫.০৩.২০০৮), জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস বাংলাদেশ, রেজিষ্ট্রেশন নং: আরএজেএস-৪১৪/২০১৭, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, রেজিষ্ট্রেশন নং: ১২১২১, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (১৪৯/২০০০, ২৫.০৭.২০০০), স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর (কমিউনিটি হাসপাতাল) (লাইসেন্স নং-১৯৮৩, ৪৩৯৫; ৩০.০৬.২০১৮)-এর রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত ও সনদপ্রাপ্ত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (টিআইএন - ৫৯৭৩২৮১৪০১৯৮/ সার্কেল-৯০ (কোম্পানীজ) ও ভ্যাট নম্বর: রেজিষ্ট্রেশন নং-০০০৮৮৫৪৮৩

ডেভলপমেন্ট পার্টনার
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ইউনাইটেড ন্যাশন্স ডেভলমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন/কেয়ার অসট্রিস, ওয়াটার এইড-বাংলাদেশ, কেয়ার-বাংলাদেশ-ইউএসএআইডি, ওসাপ-বাংলাদেশ, সেভ দ্যা চিলড্রেন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, হেকস্-ইপার-সুইজারল্যান্ড, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, ডাইরেক্টরেট অফ হেল্থ-জিওবি, ডিরেক্টরেট অফ উপানুষ্ঠানিক প্রাইমারী এডুকেশন, ব্যুরো অফ নন-ফরফরমাল এডুকেশন (বিএনএফই), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, এম্বাসী অফ জাপান ইন বাংলাদেশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), পদ্মা মাল্টিপারপাজ ব্রীজ-বাংলাদেশ ব্রীজ অথরিটি (বিবিএ)- জিওবি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল), ষ্ট্রোমি ফাউন্ডেশন, ম্যাজিক বাস গ্লোবাল, এডুকো, সিনজেনটা ফাউন্ডেশন, সিডিআরসি/এমফরসি, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), এসোসিয়েশন অফ এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপবিল্ডিং (এইওএসআইবি) ইন্ডাস্ট্রিজ, গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট (জিটিটি), এ্যাকশন এ্যাগেইনস্ট হাঙ্গার (এসিএফ), স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ (এসএফবি), ইউএন ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইউএনসিডিএফ)/ইউএন উইমেন।

নেটওয়ার্কিং
জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং: চাইল্ড লেবার এলিমিনিনেশন এ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লীন নেটওয়ার্ক), নেটওয়ার্কিং ফর ইনক্লুশন এ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট অফ দলিতস এন্ড আদিবাসীস ইন নর্থ-ওয়েষ্ট অফ বাংলাদেশ(এনএনএমসি), ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এ্যাডুকেশন (ক্যাম্পে), ক্রেডিট এন্ড ডেভলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ), আর্লি চাইলহুড ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (ইসিডিএন), কনজিউমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), এসোয়িয়েশন অফ ডেভলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব), ক্রেডিড এন্ড ডেভলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ), বাংলাদেশ ফুড সিকিউরিটি ক্লাস্টার টীম, সিএসএ ফর সান- বিডি, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এমডিএফ), সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন স্টাডিজ, মাস ক্যাম্পেইন ফর গুড গভর্নেন্স(সুপ্র), এডুকেট দা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, নেটওয়ার্কিং ফর ইনসিওরিং এডোলেসসেন্ট রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, রাইটস্ এন্ড সার্ভিস।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং: এ্যাডুকেট দা চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ও গ্লোবাল মাইক্রো ক্রেডিট সামিট (ইউএসএ), দি ওয়ার্ল্ড'স চিলড্রেন'স প্রাইজ-সুইডেন।

কর্ম এলাকা
ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, ঢাকা, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, সাতক্ষিরা, কক্সবাজার, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলা সহ এই ৪৯টি জেলার ২৭২ টি উপজেলার ২২৩১ টি ইউনিয়ন, ১২৯ পৌরসভা, ৭টি সিটি কর্পোরেশনে ২৫৭টি শাখা অফিস/প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে ১৪৯৮৬১৩টি পরিবারের ৮০৪৬০৮৬ জন প্রত্যক্ষ প্রকল্প সহযোগীর সাথে কাজ করছে। এই বিপুল সংখ্যক উপকারভোগীর সার্বিক উন্নয়নে ইএসডিও'র প্রায় ৩৬৫৯ জন পূর্ণকালীন এবং ১০২০ জন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি
* উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৭ সালে ইএসডিওকে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থার পদকে ভূষিত করা হয়েছে।
* সিটি ব্যাংক ২০০৬ সালে ইএসডিওকে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
* সিটি ব্যাংক এনএ-ইউএসএ ইএসডিওকে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করেন: ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে
* ইএসডিও এ্যাওয়ার্ডেড বাই ই-এনজিও ইন্ডিয়া এ্যাজ এ ফাইনালিষ্ট অফ চ্যালেঞ্জ এ্যাওয়ার্ড ই সাউথ এশিয়া-২০১৬

ব্যবস্থাপনা
২১ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ কমিটি প্রতি ৫ বৎসর অন্তর অন্তর ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করে। নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিব পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রধান হিসাবে কাজ করেন। নির্বাহী পরিচালকের অধীনে কেন্দ্রীয় সমন্বয় ইউনিট ইএসডিও'র বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধায়ন ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত আছেন। মনিটরিং ও নিরীক্ষা বিভাগ সংস্থার কর্মসূচীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে সর্বদাই নিয়োজিত। ২৫৭ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে প্রায় ৩৬৫৬ জন পূর্ণকালীন এবং ১০২০ জন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নকর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্থার পরিচালিত চলমান কার্যক্রম ও প্রকল্পের বিবরনী

ক্রঃ	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল	মেয়াদকাল
১.	"কৃষি পণ্য (সবজি ও ফলমূল) প্রক্রিয়াজাত করণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	১০০	১৩৪০০০০০.০০	জানুয়ারী ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯
২.	ডিজাস্টার রেসিলেন্স ইকুইটেবল স্কুল সিটিংস (ড্রেস) প্রজেক্ট	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	১১,১১৯	১৪০৩৪৮৭৮.০০	জানুয়ারী ২০১৮ হতে এপ্রিল ২০২০
৩.	প্রোমোশন রাইটস্ অফ ভালনারেবল গ্রুপস্ উইথ ইকোনোমিক ডেভলপমেন্ট	স্ট্রোমী ফাউন্ডেশন	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, নাগেশ্বরী উপজেলা, কুড়িগ্রাম	৪৫০০	১১০০৩১০২৮.০০	জানুয়ারী ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩
৪.	প্রোটেকশন, মোটিভেশন এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট অফ ডিজএ্যাডভান্টেজড্ ইউথ অফ এক্সট্রিম নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বাংলাদেশ (প্রোমোট)	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)	হরিপুর, রাণীশংকৈল, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	১৩১৯৬	৩৭৫০৫৮২৫.০০	জানুয়ারী ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১
৫.	মৌসুমী ঋণ (সুফলন) কর্মসূচী	সিডিআরসি/ এম ফর সি	ভুরুঙ্গামারী, সদর, চিলমারী, নাগেশ্বরী, উলিপুর উপজেলা, কুড়িগ্রাম	১০০০	৩০০০০০.০০	নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
৬.	ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (ডিআরআর) থ্রো ডিফারেন্ট ইন্টারভেনশন ইন রিফুজি সেটেল্টমেন্ট এরিয়া	ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	টেকনাফ, উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার	১০৬০	২০১১৬০০.০০	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯
৭.	জয়েন্ট এ্যাকশন ফর নিউট্রেশন আউটকাম (জানো)	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন/ কেয়ার অস্ট্রেইচ	নীলফামারী ও রংপুর জেলা	৪৬৫০০০	২৬২০৬৩৩৪৭.০০	অক্টোবর ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩
৮.	এম্পাওয়ারিং এডোলেসসেন্ট গার্লস্ টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট	৫৫৩৪	১৩৮৫৭১০০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৯.	ইম্প্রুভ ম্যাটারনিটি এ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদার এ্যালাউন্স (আইএমএলএমএ)	ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	গোয়াইনঘাট উপজেলা, সিলেট তুরাগ, ঢাকা মোহনগঞ্জ উপজেলা, নেত্রকোনা জেলা	৫৯৯৮১৭	২১৮৪৫৪০৫.০০	জুলাই ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০

ক্রঃ	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল	মেয়াদকাল
১০.	‘প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবার ভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি’ শীর্ষক উদ্যোগ	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উন্মুক্ত	১০০০০০০০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
১১.	‘টার্কির খামার প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন’ শীর্ষক প্রকল্প	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উন্মুক্ত	৬৯০০০০০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
১২.	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ইউনিট	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উন্মুক্ত	৭৪৯০৮১০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
১৩.	‘কৃষি ইউনিট’ এবং ‘মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ ইউনিটভুক্ত প্রাণীসম্পদ খাতের আওতায় ‘তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট	উন্মুক্ত	৩৪২৯৪৭০.০০	আগষ্ট ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
১৪.	ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট অফ ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি)	ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ আন্ডার ময়মনসিংহ ডিভিশন ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী শরিয়তপুর	উন্মুক্ত	৪৪৪১০১৫৩.০০	আগষ্ট ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
১৫.	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড কো-অর্ডিনেটশন টু অর্গানাইজ ডিফারেন্ট ওয়ার্কসপ ট্রেনিং	ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	যশোর, নড়াইল, রাজবাড়ী, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, সাতক্ষিরা, নেত্রকোনা, শেরপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, ফরিদপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, লক্ষিপুর, চাঁদপুর, বান্দরবন জেলা	উন্মুক্ত	৪৮৯৭৭৬৭.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

ক্রঃ	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল	মেয়াদকাল
১৬.	স্ট্রেনদেনিং কমিউনিটি রেসিলেন্স টু ডিজাস্টার থ্রো স্কুল সেফটি	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	উন্মুক্ত	১৯৬৮৮১৬৯.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১৭.	এ্যাড্রেসিং ওয়াস ক্রাইসিস ইন লো ইনকাম সেটেলমেন্ট অফ গার্মেন্টস্ ওয়ার্কারস্ ইন মিরপুর, ঢাকা	ওয়াটারএইড বাংলাদেশ	মিরপুর, ঢাকা	উন্মুক্ত	৪০০০০০০০.০০	মে ২০১৮ হতে মার্চ ২০২১
১৮.	সুরক্ষা কর্মসূচী (রিস্ক মিটিগেশন মেজার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন)	সিনজেনটা ফাউন্ডেশন/ প্রগতি ইন্সুরেন্স লিমিটেড	বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	উন্মুক্ত	৭০০০০০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
১৯.	অপশনস্ ফর ডিগনিটি অফ হিউম্যান বিং বাই ইনফ্লুয়েন্সিং কী এ্যাকটরস্ টু রিফরম (অধিকার)	এডুকো	ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	৩০০	৩৫৫৪১১০৪.০০	মে ২০১৮ হতে এপ্রিল ২০২০
২০.	ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট- ফেইজ-২ (আইসিডিপি-২)	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট	৬৯৮	৮১০৮০৭০.০০	এপ্রিল ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০
২১.	নেটওয়ার্কিং ফর ইনক্লুশন এ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট অফ দলিত এ্যান্ড আদিবাসিস ইন নর্থ-ওয়েষ্ট অফ বাংলাদেশ	হেক্স-ইপার	ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাপাইনবাগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর	উন্মুক্ত	১১৪৫৪৬৮০.০০	জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০
২২.	স্ট্রেনদেনিং কমিউনিটি ম্যানেজড্ হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট (এসসিএমএইচসি)	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট	৩০৪৬৭	১১১০৩৯২৫.০০	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
২৩.	সাউথ এশিয়া ওয়াস রেজাল্ট প্রোগ্রাম (এসএসডব্লিউআরপি-২)	ওয়াটার এইড বাংলাদেশ	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	১৮৪৫৬৭	৮০২৫২৫৯৪.০০	এপ্রিল ২০১৭ হতে মার্চ ২০২১
২৪.	প্রি-ভোকেশনাল ট্রেনিং (পিভিটি) প্রোগাম আউট অফ স্কুল চিলড্রেন ফেইজ-২ প্রজেক্ট	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/ সেভ দ্যা চিলড্রেন	চিলমারী, কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী উপজেলা- কুড়িগ্রাম পার্বতীপুর উপজেলা- দিনাজপুর, তারাগঞ্জ উপজেলা-রংপুর, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা-ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর উপজেলা- নিলফামারী, টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা-কক্সবাজার জেলা।	৩২০০	৮১৩৮২৪০০.০০	মার্চ ২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারী ২০১৯
২৫.	সাসটেইনেবল আরবান ওয়াস প্রোগাম	ওসাপ বাংলাদেশ	রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলআইসি এরিয়া	উন্মুক্ত	৯৬১৫৫৫০.০০	মার্চ ২০১৭ হতে মার্চ ২০২০

ক্রঃ	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল	মেয়াদকাল
২৬.	আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রজেক্ট	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/ সেভ দ্যা চিলড্রেন	ঢাকা সাউথ, রংপুর সিটি, রাজশাহী সিটি, খুলনা সিটি কর্পোরেশন	৭০৬১	৮০৭৮৯০৩৮.০০	এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০১৯
২৭.	ম্যাজিক বাস-চাইল্ডহুড টু লাইভলিহুড প্রোগ্রাম	ম্যাজিক বাস-গ্লোবাল (এমবিজি)	ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা-ঠাকুরগাঁও জেলা	২১০৭	৪৬৮৬৫৩৫.০০	মে ২০১৭ হতে এপ্রিল ২০১৯
২৮	এ্যাকটিভেটিং ভিলেজকোর্টস্ ইন বাংলাদেশ (এভিসিবি) প্রজেক্ট ফেইজ-২	ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)	গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ উপজেলা-গাইবান্ধা ভুরুঙ্গামারী, রাজিবপুর, রৌমারী, সদর, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী-কুড়িগ্রাম আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, সদর, তেঁতুলিয়া-পঞ্চগড় বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও রংপুর সদর, রংপুর	উন্মুক্ত	৪৮৯০৫৯৪৩৩	নভেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৯
২৯.	ওবিএ স্যানিটেশন কার্যক্রম	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক/পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	রাণীশংকৈল উপজেলা-ঠাকুরগাঁও	৪২০০	৪২০০০০০০.০০	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
৩০.	বছরব্যাপী গরু মোটাতাজাকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) / ইফাড	ঠাকুরগাঁও সদর ও রাণীশংকৈল উপজেলা-ঠাকুরগাঁও	৪৪০০	১৪৯০৭০০৮.০০	এপ্রিল ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৯
৩১.	"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কৌলিকমান সংরক্ষণ এবং পারিবারিক ও প্রজনন খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন" প্রকল্প	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলা	৩০০	১৬৬০২২০০.০০	এপ্রিল ২০১৫ হতে মার্চ ২০১৯

ক্রঃ	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল	মেয়াদকাল
৩২.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা	উন্মুক্ত	১০২০৯৮৪৫.০০	জানুয়ারী ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
৩৩.	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা এবং পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া, বোদা, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও সদর উপজেলা	উন্মুক্ত	১৬৪৩৫৮৯২.০০	জানুয়ারী ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
৩৪.	স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাবিলিটি টু রেসপন্ড টু ডেভলপমেন্ট অপরচুনিটিস (সৌহার্দ-৩)	কেয়ার-বাংলাদেশ/ ইউএসএআইডি -জিওবি	জামালপুর জেলার বক্শীগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলা	১৭৭৯৩	২৪৮৯০৬৩৭৫.০০	জানুয়ারী ২০১৬ হতে জুন ২০২০
৩৫.	স্কিলস্ ফর এম্প্লয়মেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০০০	৪৪৫০০০০.০০	ডিসেম্বর২০১৫ হতে জুন ২০১৯
৩৬.	কোয়ালিটি ইনক্লুসিভ এডুকেশন এ্যান্ড স্কিল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইন লালমনিরহাট	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলা	৬৪৫১	৭১৬৬১৪০.০০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯
৩৭.	ডেভেলপিং এ মডেল ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইন লালমনিরহাট	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলা	৩৪৫১	২০৪২০০০.০০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯
৩৮.	আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রজেক্ট	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন-জিওবি	সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ পৌরসভা	উন্মুক্ত	৪৮৯৬৭০০০.০০	জুলাই ২০১৫ হতে ফেব্রুয়ারী ২০১৯
৩৯.	সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) প্রোগ্রাম	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল)	রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা এবং জামালপুর জেলার সকল উপজেলা	উন্মুক্ত	১০০০০০০০.০০	জুন ২০১৫ হতে চলমান
৪০.	প্লানিং এ্যান্ড ইম্প্লিমেন্টেশন অফ ইনকাম এ্যান্ড লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্লান এ্যান্ড ইম্প্লিমেন্টেশন অফ রিসেটেলমেন্ট এ্যাকশন প্লান	পদ্মা মাল্টিপারপাজ ব্রীজ বাংলাদেশ, ব্রীজ অথরিটি-জিওবি	মাদারীপুর জেলার শ্রীনগর, লৌহজং উপজেলা এবং শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলা ও মুন্সিগঞ্জ জেলার শিবচর উপজেলা	১৫৪০০	১৩৩১৭৮৬৭৯.০০	মে ২০১৫ হতে এপ্রিল ২০২৫

ক্রঃ	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল	মেয়াদকাল
৪১.	সাসটেইনেবল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম	ঠাকুরগাঁও পৌরসভা/ সিসিএফ	ঠাকুরগাঁও পৌরসভা	৬০০০	৫০০০০০০.০০	এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০২৩
৪২.	স্ট্রেনদেনিং উইমেনস্ এ্যাবিলিটি ফর প্রডাকশন নিউ অপরচুনিটিস (স্বপ্ন)	ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)	কুড়িগ্রাম জেলার সদর, ভুরুঙ্গামারী, রাজিবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, রৌমারী, রাজারহাট ও উলিপুর উপজেলা	২৫৯২	৬৭৯৯৮৪২৮.০০	সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯
৪৩.	ফুড সিকিউরিটি - ২০১২ বাংলাদেশ (উজ্জীবিত) প্রজেক্ট	পিকেএসএফ/ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলার সকল উপজেলা	৮২৫০	১৫৩৩৮৭১৩.০০	সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৯
৪৪.	ইএসডিও মাদার এ্যান্ড চাইল্ড হসপিটাল	এম্বাসী অফ জাপান/ ইএসডিও মাইক্রো ফিনান্স এন্ড লোকাল ডোনার	ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার সকল উপজেলা	উন্মুক্ত	৩৮০০০০০০.০০	এপ্রিল ২০১৩ হতে চলমান
৪৫.	দারিদ্র দূরীকরণে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচী	পিকেএসএফ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা	১৫০৫৭৯	২৭৯৭১৬৬০.০০	মে ২০১২ হতে জুন ২০১৯
৪৬.	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম পোভার্টি প্রোন এরিয়া	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার / ডব্লিউএফপি	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী উপজেলা, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ ও মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা, রংপুর জেলার কাউনিয়া, বদরগঞ্জ ও গঙ্গাচড়া উপজেলা, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী উপজেলা, শেরপুর জেলার নকলা ও ঝিনাইগাতী উপজেলা, ঢাকা সিটিঃ সাভার, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, তেঁজগাও, গুলশান, মতিঝিল ও ডেমরা থানা	৪৬৬৪৬৮	১৯৪১১২১১৭.০০	জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০২০
৪৭.	প্রোমোশন অফ রাইটস্ ফর এথনিক মাইনোরিটি এ্যান্ড দলিতস্ ইম্প্রোভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ)	হেক্স-ইপার	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, রাণীশংকৈল ও পীরগঞ্জ উপজেলা, দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ উপজেলা	৩৭৫৪	২০৪৩৮৫৯৯০.০০	জানুয়ারী ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২০
৪৮.	অরণি মাষ্টার্ড ওয়েল	গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট (জিটিটি)	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, রাণীশংকৈল, পীরগঞ্জ, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা	উন্মুক্ত	১,০০,০০,০০০.০০	জানুয়ারী ২০১৫ হতে চলমান

ইএসডিও মাইক্রোফিনান্স প্রোগ্রাম						
ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা			দাতা সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	উপকার ভোগীর সংখ্যা
		জেলা ও উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভা / সিটি কর্পোরেশন সংখ্যা		
৪৯.	জাগরন (গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ ও নগর ক্ষুদ্রঋণ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৭৫	২৮	পিকেএসএফ	৭৪৩৪১
৫০.	অগ্রসর(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ লেন্ডিং)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৬০	২৮	পিকেএসএফ	২২৭৮৮
৫১.	বুনিয়াদ(অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণ কর্মসূচী)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৯১	২০	পিকেএসএফ	১০৭২৯
৫২.	সুফলন (মৌসুমী ঋণ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৬৭	২৮	পিকেএসএফ	৩৩৭৯
৫৩.	সাহস (দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল)	ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম,	৪৮	২০	পিকেএসএফ	২২১
৫৪.	ইনরিচ (আইজিএ)	ঠাকুরগাঁও	২	০	পিকেএসএফ	৬৮৫
৫৫.	ইনরিচ(এলআইএল)	ঠাকুরগাঁও	২	০	পিকেএসএফ	১৯৪
৫৬.	ইনরিচ(এসিএল)	ঠাকুরগাঁও	২	০	পিকেএসএফ	৩৪৬

ইএসডিও'র স্পেশাল প্রোগ্রাম						
১	ইকো পাঠশালা	ঠাকুরগাঁও	৫১	৩	নিজস্ব	১৫২৯
২	ইকো কলেজ	ঠাকুরগাঁও	৫১	৩	নিজস্ব	৮৫০
৩	আমাদের বাজার	ঠাকুরগাঁও	০	১	পিকেএসএফ	১৩৫
৪	লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর	ঠাকুরগাঁও	০	১	নিজস্ব	উন্মুক্ত
৫	অরণি হ্যান্ডিক্রাফটস্	ঠাকুরগাঁও	০	১	নিজস্ব	উন্মুক্ত
৬	অরণি সরিষার তৈল	ঠাকুরগাঁও	০	১	গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট	উন্মুক্ত

ইএসডিওকে যেভাবে দেখেছি এবং দেখছি

আবু আজম নূর
এ্যাডভাইজার (প্রোগ্রাম এন্ড এইচআর)

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি স্বল্প উন্নত জেলায় কিছু সংখ্যক তরুণ, উদ্যমী যুবক ১৯৮৮ সালে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নামে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা ইতোমধ্যে দেশের ৪৯টি জেলার ২৭২ টি উপজেলায় বিস্তৃত হয়েছে এবং একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে । যার নেতৃত্বে রয়েছেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তাঁর উদ্যমী সাহস, চিন্তা, একাগ্রতা ও দুরদর্শিতা গত তিন দশকে ইএসডিও-কে শীর্ষ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। উন্নয়নের পূর্বশর্ত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যার প্রতিটির প্রতিফলন ইএসডিও'র মধ্যে আছে।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারের পক্ষে এককভাবে সকল উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করে থাকে। স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে ইএসডিও যুগোপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এসডিজি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে । ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গুণগত ও মানসম্পন্ন প্রকল্পসমূহ যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অধিকার ও সুশাসন, খাদ্য নিরাপত্তা, হাইজিন ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের উন্নয়ন ও সমাজে তাদের অবস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের কর্মসৃষ্টি ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে, যা ইএসডিও কে আগামীতে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

এছাড়া ইএসডিও'র নিজস্ব অর্থায়নে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ, ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল, লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর, অপরাজেয়'৭১ নির্মাণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ ও কার্যক্রম ইএসডিওতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে।

ইএসডিও'র ভিশন হলো একটি পারস্পরিক ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা-এই ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় নিয়মিতভাবে সকল উন্নয়ন কর্মীদের সংগে মতবিনিময় করেন, যার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মীগণ তাদের নিজস্ব মতামত-প্রাপ্তী-প্রত্যাশা খুলে বলতে পারেন । নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের এই উদার মানসিকতা কর্মীদের বিমোহিত করে, প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায় । তাঁর সকল কর্মকান্ডে যিনি প্রেরণা যোগান তিনি তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী সেলিমা আখতার। তাঁর কথা উল্লেখ না করলে অসমাপ্ত থেকে যাবে । তাঁর এই বিশেষ ভূমিকার জন্য ইএসডিও'র সকল উন্নয়নকর্মী বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আগামীতে ইএসডিও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। ক্ষুধা মুক্ত-নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার একটি অন্যতম শীর্ষ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রত্যাশা করি ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

হৃদয়ের দৃষ্টি

স্বপন কুমার সাহা
এপিসি, ইএসডিও

১৯৮৮ তে হামাগুড়ি দিয়ে, ৯০ এ হাটি হাটি পা-পা, ৯২ এ পথ চলা শুরু। এভাবে ইএসডিও'র শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে এলাম মোরা আজিকে যৌবনে, সমগ্র বাংলাদেশের আনাচে কানাচে মেঠো পথ অতিক্রম করে। যেতে চাই মোরা পৃথিবীর রাজপথ ধরে, পাড়ি দিতে চাই সময়ের হাত ধরে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। কর্মময় ইহকাল ধরে, ঘুমিয়ে নয়-স্বপ্নে নয়-কল্পনায় নয়-বাস্তবে যেতে চাই। দেখতে চাই মোরা ইএসডিও আমার হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া জীবন ও জীবিকার চরম শিখরে নিয়ে যেতে চাই ইএসডিওকে। বিশ্ব জোড়া কর্মযজ্ঞশালায় দেখতে চাই-মহা পর্বতালয় শৃংগে। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্রষ্টার সৃষ্টির তরে জীব-জড় প্রকৃতি সংগে লয়ে। অন্তরীক্ষ হতে আকাশ পাতাল অধ উর্দ্ধগগনে, মোদের শষ্য শ্যামলা সোনার বাংলার ইএসডিওরে। এই জন্মভূমি, মাতৃভূমির ক্ষুধা তৃষ্ণার্ত বিশ্বে অবহেলিত বাংলায় গড়বো মোরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কে। দৃষ্টান্ত রাখবো অবণী প'রে প্রতিটি হৃদয়ে ইএসডিও যেন রয় সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ তারকালয়ে। দৃঢ় প্রত্যয়ে, সৃষ্টির জগতে তাঁর সৃষ্টি যেন কোথাও না থাকে হতাশাগ্রস্থ। কর্মময় হোক জীবন মোদের, সকল কর্ম যেন হয় জীবন ও জীবিকার তরে। গরীব-দুঃখী-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাব-অনটন এই শব্দ গুলি মুছে যাক বাংলার বুক থেকে, পরম কর্মযজ্ঞশালা ইএসডিও'র হাত ধরে। প্রত্যাশী আমি প্রার্থনা করি, পরম করুণাময়ীর কাছে। যেথায় মানুষে মানুষে রবেনা ভেদাভেদ-থাকবেনা অন্যায় অবিচার-দুঃখ দুর্দশা। হৃদয়ের মাঝে শুধুই থাকবে চিরনতুনের আহ্বান ''চলরে চল সামনের দিকে এগিয়ে চল, আসুক যত বাধা বিঘ্ন। কালের বিবর্তনের প্রবীণ পৃথিবী কলির (যুগ) শেষাংশের প্রকৃতি''। তথাপি মোরা অটুট রব ইএসডিও'র নিবিড় প্রশান্তির ছায়াতলে। বিশ্ব জোড়া কর্মশালা হৃদয় স্পন্দিত কর্মনন্দিত প্রতিষ্ঠান ইএসডিও। প্রত্যাশী প্রার্থিত আমি রবি ঠাকুরের শান্তি নিকেতন হতে শ্রেষ্ঠ ইএসডিও আদর্শ কর্মযজ্ঞ নিকেতন।

স্মৃতির পাতায় ইএসডিও আমার অহংকার

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জোনাল ম্যানেজার
ইএসডিও, রাজশাহী

মনে হয় এইতো সেই দিনের কথা। দেখতে দেখতে ইএসডিও'তে দেড় যুগ কেটে গেল। বুঝতেই পারলাম না সময় কিভাবে পেরিয়ে যায়। সবই সম্ভব হয়েছে ইএসডিও'র সর্বস্তরের সকলের ভালবাসা ও সুন্দর কর্ম পরিবেশের কারনে। ১৯৭৮ সালে জন্ম আমার বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার তেকানী চুকাই নগর গ্রামে। ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাষ্টার্স পাশ করে ২০০৩ সালে ইএসডিও'তে যোগদান করি মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামে কলেজ পাড়া ২ নং ব্রাঞ্চে ফিল্ড অফিসার হিসেবে। প্রথম মাস থেকেই পিএফ ও গ্রাচ্যুইটি জমার মাধ্যমে ইএসডিওতে স্থায়ী উন্নয়ন কর্মী হিসাবে নিজেকে গর্বিত মনে করি। কর্ম এবং শিক্ষার যে মুল্যায়ণ করে ইএসডিও, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমি নিজেই। মাত্র ১৩ মাসের মাথায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে পদোন্নতি পাই। ০৩ বছরের মাথায় এরিয়া ম্যানেজার হিসাবে এবং ০৮ বছরের মাথায় ২০১০ সালে জোনাল ম্যানেজার হিসাবে পঞ্চগড় জোনের দায়িত্ব পাই। ইএসডিও' তে উপরে উঠার সিড়িঁ রয়েছে, এই সিঁড়ি তৈরীর কারিগর আমাদের প্রাণপ্রিয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন)। অশেষ মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা যদি ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ-জামান স্যার কে সৃষ্টি না করতো তাহলে আজ ইএসডিও সৃষ্টি হতো না, আর ইএসডিও সৃষ্টি না হলে উত্তর বঙ্গের অবহেলিত গরীব দুঃখী মানুষের জীবন যাপন হতো আরো কষ্টকর। তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) ও তার পরিবার বর্গের দীর্ঘায়ু কামনা করি। গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারে আমাদের জন্ম কিন্তু স্বপ্ন আমাদের অনেক, ইএসডিও ম্যানেজমেন্ট আমাদের স্বপ্ন এক এক করে বাস্তবায়ন করছে। আমাদের মান সম্মত, সন্তোষজনক বেতন ভাতা ও বিভিন্ন সুবিধা সহ বিদেশ ভ্রমন। তারই আলোকে ২০১২ সালের শুরুতে বিশ্বের স্বাস্থ্যসম্মত শহর ভারতের দার্জিলিং ভ্রমন, ২০১৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পিকেএসএফ এর মাধ্যমে ইএসডিও'র প্রতিনিধি হিসেবে হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমন ও ইএসডিও নেপাল অফিস পরিদর্শন এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে থাইল্যান্ড ভ্রমন। আজকে ইএসডিও পরিবারের সদস্য হতে না পারলে স্বপ্ন আমার স্বপ্নই থেকে যেতো, বাস্তবায়ন হয়তো কখনই হতো না। তাই স্মৃতির পাতায় ইএসডিও আমার অহংকার। ইএসডিওতে কাজ করতে পেরে শুধু আর্থিক ভাবেই উন্নতি হয়নি বরং ব্যক্তিগত জীবনে সমাজে পেয়েছি সুনাম। তাই যোগ্য নেতৃত্বের ইএসডিও'র মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান ও গর্ববোধ করছি। ইএসডিও এমন একটি সংস্থা যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনে ও জানে। সবচেয়ে বড় কথা ইএসডিও এমন দুই জন গুণী ব্যক্তিত্বের দ্বারা পরিচালিত অন্য সংস্থার তুলনায় সম্পূর্ন আলাদা। আমাদের প্রাণপ্রিয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় আমাদেরকে নিজের সন্তানের মতো করে আগলে রাখেন, শাসন করেন ও ভালবাসেন। এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে কাজ করতে পেরে আমি অনেক গর্বিত। দারিদ্র ও বেকারত্ব মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে ইএসডিও'র যাত্রা সফল থেকে স্বার্থক হোক। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে ইএসডিও'র কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ও বিস্তার ঘটুক। ইকো পাঠশালা থেকে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ হয়েছে ভবিষ্যতে তা ইকো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে ইএসডিও মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে রূপান্তরিত হোক, লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি পাক। দিবালোকে স্বপ্নবাজ যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে ইএসডিও'র একঝাঁক তরুণ নিবেদিত প্রাণ উন্নয়নকর্মীর মাধ্যমে ইএসডিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভাবমুর্তি অক্ষুন্ন রাখুক। এই হোক আমাদের সকলের কামনা।

আমার অনুভূতি থেকে

মোঃ সোহেল রানা
উন্নয়ন কর্মী
(ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচি, জাবরহাট)

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের মানুষের কাছে একটি অতি পরিচিত নাম। এক সময় উত্তরের জনপদ তথা রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার মানুষ দেখেছে অভাব কাকে বলে। বিশ্বের যতগুলো গরীব দেশ আছে, তাদের সংস্কৃতি আলাদা হলেও ক্ষিদের কষ্ট এক। ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষ যেমন ১৯৮৮'র কষ্ট দেখেছে, তেমনি তাদের সামনে একদল তরুণকে দেখেছে হাতে হাত রেখে অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে। চোখের সামনে তাদের আশার আলো জ্বলতে দেখেছে। যা আজ দীপ্তমান। উত্তরের মানুষ দেখেছে, একজন মানুষ কিভাবে নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে যুবক বয়সে একদল যুবককে নিয়ে ক্ষিদের জ্বালা নিবারণে ব্যস্ত সময় পার করেছে এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে তিল তিল করে নিজের আদর্শের ইট দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন উত্তরের আশার আলো- ইএসডিও। যে মানুষটি নিজের অনাবিল সুখ-শান্তির কথা চিন্তা না করে চিন্তা করেছেন দেশের মানুষকে নিয়ে। চিন্তা করেছেন দেশের যুব সমাজকে নিয়ে। দিন রাত চেষ্টা করে যাচ্ছে দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ করতে। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের অভিভাবক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। ধন্য সেই মহিয়সী নারী, যার গর্ভে ধারণ করেছে এমন একটি সোনার খনি। যার ছত্র-ছায়ায় আমি গত ১১ নভেম্বর ২০১১ সালে আসতে পেরেছি ইএসডিওতে। এতে করে আমার অভাবি সংসারে মায়ের মুখে ফুটেছে হাসির ফোয়ারা, বাবা দেখেছে দারিদ্রতা নিরসনের স্বপ্ন।

আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এমন একজন মানুষের নেতৃত্বে ইএসডিও'র মাধ্যমে এগিয়ে যাবে দেশ, নিরসন হবে দারিদ্রতা।

চলবে চলছে

মোঃ আমীর হাসান
প্রোগ্রাম অফিসার, সৌহার্দ্য III প্রকল্প
ইসলামপুর, জামালপুর

আমি মোঃ আমীর হাসান,প্রোগ্রাম অফিসার,ইএসডিও সৌহার্দ্য III প্রকল্প ইসলামপুর, জামালপুর। ১লা মে ২০০৯ সালে ইএসডিওতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসাবে যোগদান করি। আমি যখন ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে অনার্সে পড়ি তখন থেকে ইএসডিওকে খুব কাছে থেকে দেখেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি হয় শিক্ষক হব না হয় ইএসডিওতে কাজ করব। ঢাকা কলেজ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে করতোয়া পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আর কোথাও চাকুরীর চেষ্টা না করে ১লা মে ২০০৯ সালে নির্বাহী পরিচালক স্যার ও পরিচালক প্রশাসন ম্যাডাম এর কাছে মৌখিক পরিক্ষা দেই। স্যার কয়েকটি প্রশ্ন করেন আমি তার সঠিক উত্তর প্রদান করতে সক্ষম হই। তখন স্যার ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বলেন- চলবে? ম্যাডাম বলেন- হ্যাঁ চলবে। সেই থেকে দশ বছর ধরে ইএসডিও সঙ্গে চলছি। আমার জন্য স্যার এবং ম্যাডাম অনেক সৌভাগ্যের। কারণ, আমার শুরুটা হয়েছে ইডি স্যার এবং ম্যাডাম এর মাধ্যমে। ইএসডিওতে যখনি স্যার ও ম্যাডামের কাছে মৌখিক পরিক্ষা দিয়েছি তখনি ভাল একটি পজিশনে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। অতি সম্প্রতি আমার একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থায় এবং একটি জাতীয় সংস্থায় চাকুরী হয়েছিল, আমি অব্যাহতি পত্র প্রদান করেছিলাম, পরে তা প্রত্যাহার করি, কারন ইএসডিও পরিবারের সাথে কাজ করে অনেক ভাল কিছু শেখার সুযোগ রয়েছে ও সৌহার্দ্য III প্রকল্পের সহকর্মীদের সহযোগিতাসহ প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের স্নেহ ভালবাসা সবসময় পেয়েছি তাই ছেড়ে যেতে পারিনি এবং নির্বাহী পরিচালক স্যারের মত একজন এতবড় মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ অন্য কোথাও হয়তো পাবোনা ।

ইএসডিও দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে আরো বড় পরিসরে মানুষের উন্নয়নে কাজ করবে এই স্বপ্ন দেখি।

ইএসডিও-ই- মডেল

আহমেদ হোসেন চৌধুরী হেলাল
প্রজেক্ট ম্যানেজার
সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২
ইএসডিও-ঠাকুরগাঁও

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের ঠাকুরগাঁও জেলার একটি প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। আমি ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ইএসডিও সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ এর প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছি। আমি এনজিও দিয়েই আমার কর্ম জীবন শুরু করেছি। অনেক স্থানীয় ও ইন্টারন্যাশনাল এনজিওতে বিভিন্ন পজিশনে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। সব এনজিও'র থেকে ইএসডিও কে একট ব্যতিক্রমী মনে হয়েছে আমার কাছে। এই সংস্থায় শেখার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এই সংস্থায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিটি প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্বাহী পরিচালক স্যারের ভূমিকা প্রচুর। প্রতিটি প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে চলমান না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী পরিচালক স্যার বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এভাবে কাজ করতে গিয়ে একজন কর্মী তার ব্যক্তিগত উন্নয়ন সহজে ঘটাতে পারেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় হাতে কলমে কর্মীদেরকে কাজ শিখিয়ে দেন। কাজ করতে গিয়ে যেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হোক না কেন সেখানেই স্যার সমাধান নিয়ে হাজির। এখানে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে প্রত্যেক কর্মীর। এখানে যারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তাকে স্যার খুবই মুল্যায়ন করে থাকেন। কখনো ভাবিনি ফেনী থেকে এসে উত্তরবঙ্গে কোন এনজিও তে কাজ করব। ওয়াটার এইডের অর্থায়নে সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ বাস্তবায়নের জন্য এক রকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঠাকুরগাঁও ইএসডিও তে আসা। প্রথম প্রথম কোন ভাবেই কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। যতই দিন যাচ্ছিল নির্বাহী পরিচালক স্যারের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, কাজের প্রতি মনোনিবেশ, কর্মীর প্রতি আন্তরিকতা, কাজের স্পৃহা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম এবং নিজের মনেই ঠিক করে নিলাম এমন একজন স্যারের সাথে কাজ করা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। সেই থেকে স্যারকে অনুসরণ করা শুরু করি। জানি স্যারের ধারেকাছেও যেতে পারবনা। তবু কিছু কিছু বিষয় শেখার চেষ্টা করি। স্যারের মত করে একাগ্রচিত্তে প্রজেক্টের কাজ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। আমি ইএসডিও তে স্যারের সান্নিধ্যে এসে অনেক কৌশল রপ্ত করতে পেরেছি যা আমার পরবর্তী কর্মজীবনে বাস্তবায়ন করতে পারব। সত্যিই সেই সুদূর ফেনী থেকে এসে ইএসডিও তে স্যারের সান্নিধ্যে কাজ করতে পারার জন্য নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি।

আমার দৃষ্টিতে ইএসডিও

মোঃ মশিউর রহমান
সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্ল্যানিং এন্ড মনিটরিং)

ইএসডিও এখন শুধু বাস্তবায়নকারী সংস্থা নয় অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রোগ্রামে লিড দিয়ে থাকে। আমার দেখা ইএসডিও ইআরএফ প্রকল্পে লিড দিয়েছে। অন্যান্য পার্টনারদের এমনকি দাতা সংস্থার স্টাফদের শিখিয়েছে কিভাবে সুচারুরূপে প্রসেস ডকুমেন্টেশন করতে হয়। বর্তমানে ইএসডিও ডিআরআর/এফএফএ প্রকল্পে অন্য পার্টনারেদের কাছে অনুকরণীয়। বিভিন্ন প্রকল্পে উদ্ভাবনীমূলক অনেক কিছুর সূচনা করেছে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থা এবং দাতা সংস্থার দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং মডেলে পরিণত হয়েছে। ইএসডিও এখন অনেক ছোট প্রকল্পে অনুদান প্রদান করে এর মাঝে রোহিঙ্গা থিয়েটার প্রকল্প অন্যতম।

আমি যখন ইএসডিওতে পরীক্ষা দেই তখন আমার কোন ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার মতো আরো অনেক তরুণের জীবন গড়ে দিয়েছে ইএসডিও। অন্যরা যেমনটি করে বয়স বেশী হলে বলে বয়স বেশী , নেয়া যাবে না, আবার বয়স কম নেয়া যাবে না, বয়সটাই যেন সবকিছুর মাপকাঠি। ইএসডিতেই দেখেছি বয়সকে গৌণ করে সুপ্ত প্রতিভাকেই গুরুত্ব বেশী দেয়া হয়। আর এ কারণেই ইএসডিও সুপারম্যান সংস্থায় পরিণত হচ্ছে।

কোন প্রতিভাটি নেই ইএসডিওতে! ইএসডিও তে কোন অনুষ্ঠানে বাহিরের উপস্থাপক নিতে হয়না, আনতে হয় না কোন কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, চিত্রশিল্পী, নাট্য অভিনেতা, কোরিও গ্রাফার, কবি, ইলেক্ট্রিশিয়ান, রং মিস্ত্রি, আইনবিদ, নকশাকার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোটোকল অফিসার, খাস জমি উদ্ধারকারী, ফান্ডরেইজার, ট্রেইনার, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, ধর্ম বিশেষজ্ঞ, শান্তি ও সংঘর্ষ বিশেষজ্ঞ, এ্যাডভোকেসী অফিসার, সাংবাদিক, প্রাণি বিশেষজ্ঞ, সফটওয়্যার ডেভলপার, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষজ্ঞ, এম আই এস বিশেষজ্ঞ, মালি, ফিন্যান্স বিশেষজ্ঞ, ক্যামেরা ম্যান, বুক ডিজাইনার, বুক বাইন্ডার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, দো-ভাষী।

ইএসডিওতে সকল ধর্মের লোক কাজ করে, এ সংস্থায় মোট ৪৯ জেলার মানুষ কোন না কোন সময় কাজ করেছে, সাওতাল, ওঁড়াও সহ বিভিন্ন উপজাতির লোক কাজ করে। ইএসডিওর ওয়েবসাইট নিজস্ব টিমের মাধ্যমে তৈরী, আমাদের সকল ডকুমেন্ট সফটওয়্যারে ডকুমেন্টেড, আমরা সকল ফিন্যান্স সফটওয়্যার ভিত্তিক। ইএসডিওর রয়েছে হাসপাতাল, তেলের মিল, মজারোলা চিজ ফ্যাক্টরি, অপ্রচলিত কৃষি পণ্য যেমন (শিম বিচি, কুমড়া বীজ,আম সুট, কাঁঠাল সুট আরো অনেক কিছু), ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বাংলা মিডিয়াম স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ, হ্যান্ডিক্রাফট, দুধ প্রসেসিং কারখানা, ০৭ টি গ্যালারী সমৃদ্ধ লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর, কুচিয়া উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ছাগল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। ইএসডিও সবকিছুই করে পরিবেশ সম্মত ভাবে আর একারণেই ইএসডিও বিভিন্ন পুরস্কারে ভুষিত হয়েছে এর মাঝে অন্যতম বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশ এ্যাওয়ার্ড ২০১৯।

ইএসডিও'র মোট কর্মীর প্রায় ৪৯% নারী। স্যারের কাছ থেকে শিখেছি নিজের স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে নয় বরং নারী হিসেবে আলাদা ভাবে সম্মান করতে। তাঁর নিজস্ব পরিচয়ে পরিচিত করতে। আর এ কারণেই হয়তো আমাদের ম্যাডাম নিজস্ব যোগ্যতায় অর্জন করেছেন বিভিন্ন এ্যাওয়ার্ড যেমন- বৃটিশ কাউন্সিল স্কুল এ্যাওয়ার্ড ২০১৬-১৯, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা সংসদ ঢাকা থেকে ২০১৮ সালে মাদার তেরেসা এ্যাওয়ার্ড, স্বাধীনতা সংসদ ঢাকা থেকে আলোকিত নারী সম্মাননা ২০১৯, আলপনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ, ঠাকুরগাঁও থেকে ২০১৮ সালে শিক্ষা সম্মাননা অর্জন।

আমরা ইএসডিও ফ্যামিলি , আমাদের পরিবারে প্রায় ৫০০০ সন্তান আর আমাদের অভিভাবক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং সেলিমা আখতার (এমফিল)। তাই আমরা তাঁদের সুখে হাসি তাঁদের দুঃখে কাঁদি। সেদিন দেখেছি সবাইকে কাঁদতে যেদিন স্যার অসুস্থ হয়েছিলেন। কাউকে দেখেছি সামনে কাঁদতে কাউকে বা আড়ালে। এতো বয়স্ক লোকদের আমি এভাবে কখনও কাঁদতে দেখি নাই। আমরা স্যারের, ম্যাডামের এবং আমাদের শাশ্বত জামানের জন্মদিন একসাথে পালন করি। আর কোন পরিচালক তার পারিবারিক অনুষ্ঠান অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে পালন করেন কিনা আমার জানা নেই। আমরা প্রতিবছর পিঠা উৎসব, পৌষ মেলা, বর্ষাবরণ, চৈত্র সংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মাওলানা ভাসানীর জন্ম-মৃত্যুদিন, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, ঠাকুরগাঁও মুক্তি দিবস পালন করি। আমরা কোন পিকনিক করি না আমরা পালন করি পরিবার দিবস। যাতে আমরা আমাদের পরিবারকে দেখাই আমরা কি কাজ করি। কারণ আমরা মনে করি, আমরা কি কাজ করি তা জানার অধিকার আমাদের পরিবারের অবশ্যই আছে। আমরা অফিস করি না, আমরা পরিবারের সবাই এক টিমে কাজ করি। তাইতো আমরা ইএসডিও পরিবার।

স্বপ্ন

মো: সোহেল রানা
এ্যাসিসটেন্ট প্রকিউরমেন্ট অফিসার
ইএসডিও

কেউ বলে মানুষ স্বপ্নের সমান বড়, কারো মতে স্বপ্নের চেয়ে ছোট; আবার কেউ বলে মানুষ ব্যর্থতার সমান বড়; কারণ, স্বপ্নটা কখনও পূরণ হয়না। স্বপ্ন তো মরীচিকা, যাকে ছোঁয়া যায় না, সে সব সময় নাগালের বাইরে থাকে। একটা স্বপ্ন পূরণ হলে হয়তো আরেকটা স্বপ্ন দেখা দেয়। তাই স্বপ্ন পূরণের নিরন্তন প্রচেষ্টাই মানুষকে বড় কিংবা স্বার্থক করে তোলে। কথাগুলোর মিল খুঁজে পেয়েছি আমার প্রাণের স্পন্দন ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র সফল হওয়ার পেছনে।

কর্মজীবনে ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সম্পর্কে কিছু বইপত্র পড়েছি। সংস্থা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, ভিশন, মিশন ইত্যাদি। সেখান থেকে জানতে পেরেছি ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের একদল সমাজ মনস্ক, শিক্ষিত তরুণের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলার মাধ্যমে ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা। সেই তরুণদের উদ্যোগ আজ ভরপুর করে তুলেছে সমাজ, দেশ ও বিশ্বকে। সংস্থার কার্যক্রম, সংস্থার পরিচিতি, সংস্থার কর্মদক্ষতা ছড়িয়ে পড়েছে তেতুঁলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত। আমি স্বপ্ন দেখেছি, এখন এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন খুব অল্প সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ইএসডিও'র কথা সূত্র একদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে। আন্তর্জাতিক অর্গানাইজেশন হয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাড়াঁবে। এই আশায়, স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমিও সহযাত্রী হতে চাই।

ইএসডিও'র দীর্ঘায়ূ কামনায়- সকলকে ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা।

জীবন যখন হতাশায়, ইএসডিও তখন পাশে দাঁড়ায়

আর্জিনা খাতুন
কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর
ইএসজিসিএমপ্রজেক্ট, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট

শুরুতেই ইএসডিও'র প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। হৃদয় সিক্ত শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এসডিও'র মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারকে। শ্রদ্ধা জানানোর আর কোন উচ্চতম ভাষা থাকলে তাও প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ হতোনা আমার। ইএসডিও আমার হৃদয়ে অন্য রকম স্থান করে নিয়েছে। অন্য রকম বলতে আমি যা বুঝাতে চাই তাহলো ২০০৬ সালের কথা। লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা এগিয়ে নিতে ইএসডিও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। তখন ইএসডিওতে কাজ করার সুযোগ হয় আমার বড় বোনের। আমি সে সময় দশম শ্রেণিতে পড়তাম। কিন্তু প্রায় সময় আমি আমার বোনের সাথে তার ফিল্ডে যেতাম। ফিল্ডের কাজ দেখে খুব ভালো লাগতো আমার। আমিও স্বপ্ন দেখতাম যদি ইএসডিওতে কখনও সুযোগ আসে নিজেকে যুক্ত করার। সে স্বপ্ন যদি পূরণ হতো-মুক্ত হতাম আর্থিক ও মানবীয় দৈন্যতা থেকে। নিজেকে এগিয়ে নিতে পারতাম সম্মানজনক অবস্থানে। আর তখন থেকে মনে গেঁথে আছে ইএসডিও। সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবানিতে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করে ২০১০ সালে আমার সেই স্বপ্নের ইএসডিওতে ভলান্টিয়ার শিক্ষক হিসেবে কাজের সুযোগ হয়। যদিও তা স্থায়ী কোন চাকুরি বা পেশা নয়। তবে সেখানকার আনন্দময় পরিবেশ ও কর্মীদের সহযোগিতামূলক আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সুযোগ হয়েছে আমার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি পড়াশুনা সম্পন্ন করার। যা এক সময় স্বপ্ন পূরণের সোপান হিসেবে কাজে লেগেছে। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে করতে বিয়ে হতেও আর দেরি হলনা আমার। বিয়ে করে সংসার শুরু করি। কিন্তু তখন সময় আর ভাল কাটছিলনা। শুরু করি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরির নিরন্তর চেষ্টা।

এক পর্যায়ে হতাশার অমানিশায় নিজেকে নিরাশ করে ফেলি। হারিয়ে ফেলি নিজের ও পরিবারের প্রতি আস্থা। ভাগ্যে চাকুরি নেই এই ভাবনা আমাকে পীড়া দিত সব সময়। এভাবে কেটে যায় ছয়টি বছর। ঠিক তখনই সুযোগ পাই আমার হৃদয়ে গাঁথা ইএসডিওতে ইনক্লুসিভ এডুকেশন প্রকল্পে কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে আবেদন করার। ইন্টারভিউয়ে অংশগ্রহণের ডাক পাই, পরীক্ষা দেই, চাকুরিও হয়ে যায়। ঘুরে যায় ভাগ্যের চাকা। দেশে প্রচলিত অসংখ্য এনজিও আছে যেখানে মানুষ শুধু চাকুরি করে কিন্তু ইএসডিও শুধু একটি এনজিও-ই নয়, এখানে আছে জীবনকে উপভোগ করা ও জীবন গড়ার অফুরন্ত সুযোগ। মাত্র দেড় বছরের মাথায় আবার সুযোগ পাই উচ্চতর বেতনে নতুন আর একটি প্রকল্প ইএসডিও ইম্পাওয়ারিং এ্যাডলেসেন্ট গার্লস টু ইন্ড চাইল্ড ম্যারেজ প্রকল্পে কাজ করার। ইএসডিও আমাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ায় আমি ও আমার পরিবার এখন সুখি ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করছি। সহায়তা করছে জীবনের সকল হতাশা ও অন্ধকার মুছে দিয়ে আলোর পথে নিজেকে পরিচালনা করতে। আমার মত আরও অসংখ্য নারী তার ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে পেরেছে ইএসডিওতে কাজ করে। তাই একথা অকপটে স্বীকার করে বলতে হয় "জীবন যখন হতাশায়, ইএসডিও তখন পাশে দাঁড়ায়"।

ইএসডিওতে কাজ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত নারী মনে করি

মোছাঃ সাম সুৎ তাবরীজ
জেন্ডার কো-অডিনেটর

২০০২ সালের ২রা নভেম্বর সেই শুভক্ষণ। আমার প্রাণের প্রতিষ্ঠান ইএসডিওতে যোগদান করি এফএসভিজিডি প্রকল্পে। সেই থেকে আমার পথ চলা । একেতো ছোট মানুষ-কার সাথে কিভাবে কাজ করতে হবে, কথা বলতে হবে-জানিনা । কারো সাথে কথা বলতে গেলে বুক ধরফর করতো । সবার সহযোগিতায় কাজ করার সুযোগ পেলাম এবং কাজ শিখতে শূরু করলাম । এরপর ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে আমি আইএফএসপি প্রকল্পে পঞ্চগড় অফিসে যোগদান করি। ২০০৫ সালে স্যার আমাকে প্রোমোশন দিয়ে জামালপুরে স্যাপ প্রকল্পে পাঠিয়ে দিলেন । নারীদের কাজ করার পরিবেশ এবং নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে নিরন্তর চেষ্টা তা স্যার এবং ম্যাডামের কাজের মধ্যে দেখতে পাই। ২০০৬ সালে স্যার আবার প্রমোশন দিয়ে সৌহার্দ্য প্রোগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন লালমনিরহাটে । সেখানে অনেক রকম প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেকে কাজ করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলি। লালমনিরহাটে একদিন করতোয়া নদী পার হয়ে মাঠে যাচ্ছিলাম তিনজন সহকর্মী মিলে। হঠাৎ আমি চোরাবালিতে অনেকটা ডুবে যাচ্ছিলাম। আমার সহকর্মীরা অনেক কষ্ট করে আমাকে টেনে তুলেছে। নদীর চরে খুব কান্নাকাটি করছিলাম। আমার সহকর্মীরা আমার কান্না সহ্য করতে না পেরে মাঝি ছাড়া ঘাটে দাঁড়ানো নৌকাটি নিয়ে নদীতে নামল। তারা মনে করলো, তারা নিজেরা নৌকাটি ঘাটে নিয়ে যেতে পারবে। এরই মধ্যে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ঘটনা। নৌকাটি মাঝ নদীতে এসে বালিতে আটকে গেল। আর নড়াচড়া করছেনা। একে তো চৈত্র মাসের প্রখর রোদ তার উপরে মাঝ নদীতে আটকে যাওয়া । পিপাসায় অস্থির হয়ে গেলাম। কোথাও কোন পানি নাই। মনে মনে ভাবছি, আর বুঝি বাচঁবোনা। আল্লাহর কি অশেষ রহমত বিকাল ৫ টায় মাঝি নৌকা ঘাটে না দেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। দেখলো অদূরে নৌকাটি আটকে গেছে। মাঝি কোন রকমে সাঁতার কেটে আমাদের কাছে পৌছালো এবং অনেক গালিগালাজ করলো। অবশেষে আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিল। ২০০৯ সালে আমি সেতু প্রকল্পে যোগদান করি। সেখানকার কাজ ছিল দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র পরিবারদের নিয়ে। বেশির ভাগ কাজ হতো রাতের বেলা। কমিউনিটির সকলকে নিয়ে কাজ করতে হতো রাতে। বিশেষ করে কমিউনিটিতে পরিকল্পনার কাজগুলো এবং বাজেটের কাজগুলো হতো রাতের বেলা প্রায় রাত ১২ টা বেজে যেতো মাঠ থেকে আসতে। তবুও নিজেকে অসহায় বোধ করতাম না কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠান এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে উন্নয়ন কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি ভালোভাবে দেখা হয়। আমাকে সহকর্মীরা নিরাপদে বাসায় পৌছে দিত। ২০১০ সালে আমি আবার সৌহার্দ্য-২ প্রকল্পে সিরাজগঞ্জে সম্মানের সাথে কাজ করেছি। ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে বীরগঞ্জ উপজেলায় এফএসএসএফসি প্রকল্পে কাজ করি। সেখানেও আমি সম্মান এর সাথে কাজ করেছি । আমার পারিবারিক অসুবিধার কারনে স্যারকে বলে ২০১৩ সালে ঠাকুরগাঁয়ে আসি। প্রধান কার্যালয়ে কাজ করার সুযোগ পাই। স্যার আমাকে নারী ফোরাম এর জেন্ডার সেলের দায়িত্ব দেন। সেই থেকে আমি দেখে এসেছি স্যার এবং ম্যাডাম কিভাবে একজন নারী কর্মীকে উপরে তুলে নিয়ে আসে। ২০১৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে প্রেমদীপ প্রকল্পে কাজ করে আসছি। আজকে আমি নিজেকে সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। মানুষের কাছে সম্মান পেয়েছি। পরিবারের সব ধরনের কাজে মতামত প্রকাশ করতে পারি। আমি আমার পরিবারে সম্পদ হিসাবে তৈরী হয়েছি। চাকুরীর পাশাপাশি আমি মাষ্টার্স শেষ করেছি, এটাও সম্ভব হয়েছে স্যার এবং ম্যাডাম এর জন্য। নারীদের যে সম্মান, নারীদের যে অধিকার এটা সম্ভব হয়েছে আমার প্রাণের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য। স্যার এবং ম্যাডাম আমাকে যে সম্মান দিয়েছে আমি ইএসডিওতে চাকুরী না করলে এটা পেতামনা। আমার কোন অস্তিত্ব থাকতো না। চাকুরীরত অবস্থায় একবার খুব অসুস্থ হয়েছিলাম। আমার পাশে নিকট আত্নীয় বলতে কেউ ছিলনা। শুধু মাত্র ছোট একটি মেয়ে ছিল আমার ছোট বাবুকে দেখাশুনার জন্য। অসুস্থতা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল আমার বাচাঁর কথা ছিলনা আমার সহকর্মীরা আমাকে লালমনিরহাট হাসপাতাল থেকে রংপুর মেডিকেলে ভর্তি করান। প্রতিটি উন্নয়ন কর্মীকে একজন আর একজনের পাশে থাকা শিখিয়েছেন মানুষ তৈরী করার কারিগর আমার প্রাণের স্যার এবং ম্যাডাম । আমি নিজেকে একজন গর্বিত নারী মনে করি। আমি আমার প্রাণের ইএসডিও এবং স্যার ও ম্যাডামকে আমার অন্ত:স্থল থেকে স্যালুট জানাই ।

টেকসই উন্নয়নের ধারা

মোঃ মাহমুদ হাসান (সুমন)
এমআইএস অফিসার (ট্যালি সফটওয়্যার) এবং প্রশিক্ষক (ইআইটি)

একটি সেবা ভিত্তিক অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ইএসডিও বাংলাদেশে জীবিকা, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এবং একযোগে পরিবেশগত শিক্ষাগুলির অন্যতম সংযমী শিক্ষা উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে, ইএসডিও SDG’s নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্জনের লক্ষ্যে ইএসডিও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করছে এবং অবদান রাখছে। পরিবেশ রক্ষা, দারিদ্র হ্রাস করা, স্বাক্ষরতার হার এবং শিক্ষা বৃদ্ধি, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নারীদের ক্ষমতায়ণ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করণ। ইএসডিও বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, পরামর্শ, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইএসডিও সমর্থন কাঠামোর সঙ্গে কাজ করে: পিতা-মাতা, বৃহত্তর ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সম্প্রদায়টি সেই এলাকায় বসবাসরত সকল তরুণদের সামাজিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক কল্যাণে ফলাফল নিশ্চিত করে এবং পদ্ধতিটি শিশুকে উপলব্ধ সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে জোরদার করে এবং তাদের জীবনে রুপান্তরমূলক পরিবর্তন তৈরি করতে সহায়তা করে। ইএসডিও'র এজিইডি প্রকল্পে বয়স্কদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য বয়স্ক ভাতা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ইএসডিও দারিদ্র বিমোচনের মডেল তৈরির জন্য ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইএসডিও প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হলো আদিবাসী সম্প্রদায় যার জীবন ও জীবিকা জলবায়ু প্রবর্তিত প্রভাবগুলির দ্বারা অনেক বেশি পরিবর্তিত হয়। ইএসডিও স্বনির্ভর গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিকে নিশ্চিত করতে চায় যারা তাদের পরিবেশ এবং জলবায়ু কর্মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস করে।

মৌলিক চাহিদা পূরণে ইএসডিও

দেবাশীষ সরকার
সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর
ট্রেনিং এন্ড রিসার্স মনিটরিং, ইএসডিও

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারের হাত ধরে আজ থেকে ৩১ বছর পূর্বে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র জন্ম। কিন্তু তার জীবনের এটাই প্রথম সংগঠন তৈরী নয়। তিনি যখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র তখন 'তুষার ক্লাব', যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন 'কিশোর কলির আসর', যখন নবম শ্রেণির ছাত্র তখন 'টাংগন সাহিত্য ও ক্রীড়া সংসদ' এবং যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র তখন 'হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষকে সংঘবদ্ধ ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাই ছিল তাঁর জীবনে একমাত্র ব্রত।

ইএসডিও দেশ, সমাজ ও মানুষের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। মানুষ যেন নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে সেই লক্ষ্যে ইএসডিও তার বিশাল কর্মক্ষেত্রের এলাকায় কর্ম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইএসডিও একদিকে যেমন চর-উপকুলীয়-পার্বত্য এলাকায় কাজ করে তেমনি অন্যদিকে প্রতিবন্ধী, শ্রমজীবি শিশু, নির্যাতিতা নারীদের নিয়েও কাজ করে। মোট কথা ইএসডিও'র কাজ বহুমুখী ও ক্ষেত্র ব্যাপক।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা হচ্ছে, মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা। সরকার মানুষের প্রতিটি মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ইএসডিও মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করছে।
খাদ্য মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা। ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স ১০২টি শাখার মাধ্যমে কৃষি খাতে ব্যাপকভাবে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় উত্তরাঞ্চলের খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। শুধুমাত্র ঠাকুরগাঁওয়ের চিত্র যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাই- ঠাকুরগাঁওয়ের খাদ্য চাহিদা ২,২০,৯৪৩ মেঃটন, উৎপাদন- ৫,১৩,৩২৮ মেঃটন, খাদ্য উদ্বৃত্ত- ২,৯২,৩৮৫ মেঃটন, আর এটিই প্রমান করে কৃষি খাতে ঠাকুরগাঁও'র অগ্রগতি।

অরণী হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট, বিত্তহীন নারীদের সুখের ঠিকানা- একদিকে যেমন বিত্তহীন নারীদের কর্মের সুযোগ করে দিয়েছে, অপরদিকে বাংলাদেশের হাজার বছরের গ্রামীন ঐতিহ্য 'সুঁই-সুতার' অপূর্ব কাজকে উন্নতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইএসডিও নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারের হাত ধরে ইএসডিও'র ম্যাট (হযরত আলী ম্যাট) সম্প্রতি দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া BGMEA'র SEIP, CLP I ROKS প্রকল্পের মাধ্যমে বস্ত্র তৈরীতে নারীদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছেন।

মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। বর্তমানে দেশের ৬০% মানুষের আবাসন আছে। বাকিরা যে যার মতো করে কোনো রকম কষ্ট করে থাকে। ইএসডিও 'উন্নত বাড়ী নির্মাণ করি, বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ি' শ্লোগানে পিকেএসের সহায়তায় রংপুর ও ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ও পৌরসভা সংলগ্ন এলাকায় আবাসন খাতে অতি স্বল্প লাভে 'আবাসন ও লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট' ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে। যার সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে উক্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পরা স্বল্প আয়ের মানুষ।

২০০২ সালে ইকো পাঠশালা প্রতিষ্ঠা হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক গন্ডি পেরিয়ে ২০১১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে যথাযথ। আকর্ষনীয় সাংস্কৃতিক চর্চা ও ঈর্ষণীয় ফলাফলের মাধ্যমে ইকো পাঠশালার হাত ধরে ইএসডিও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বত্র। পিএসসি, জিএসসি, এসএসসি ও শুরু থেকেই এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরগাঁও জেলার শীর্ষে। ২০১৮ সালে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল স্বীকৃতিস্বরূপ 'ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারটি প্রদান করেন, যা গ্রহণ করেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার।

ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল ২০০৪ সাল হতে চলমান যা ইএসডিও'র নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে। রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিতে হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। স্বল্প ব্যয়ে বছর ব্যাপী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হেলথ কার্ড, সর্বাধুনিক কেন্দ্রীয় অক্সিজেন ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক লাব, ওটিসহ দিবা-রাত্রী ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে হেল্থ ক্যাম্প, হেলথ চেকআপ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র ১৭টি লক্ষ্যের প্রায় প্রতিটির সহিত ইএসডিও সম্পৃক্ত বা বাস্তবায়ন লক্ষ্যে কাজ করছে। আমরা ইএসডিও কে নিয়ে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখি ইএসডিও'র ভিশন (পারম্পরিক ভেদাভেদমুক্ত একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা) অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যার, এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে যেখানে থাকবে না নারী সহিংসতা, যেখানে জনমত গড়ে উঠবে বাল্য বিবাহের বিপক্ষে, কুসংস্কার-সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সবাই সুস্থ-স্বাভাবিক চিন্তা করবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকেরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপাদন করে অর্থনীতিকে সচল করবেন। উত্তরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের সব মানুষ, বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ যেন উন্নয়নের সুফল অনুভব করতে পারে।

আমাদের স্বপ্ন পূরণে ইএসডিও

মোঃ পজিরুল ইসলাম
এ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (এমএফ-২)
রাজশাহী অঞ্চল

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলার মধ্যে একটি জেলা ঠাকুরগাঁও। এই জেলায় জন্ম হয় আমাদের স্বপ্ন দ্রষ্টা ইএসডিও'র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারের। যিনি না হলে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও নামে একটি জেলার পরিচিতি ব্যাপক আকারে পরিচিতি পেতো না। পৃথিবীর বহুদেশের নামি-দামী, জ্ঞানী-গুণী, কবি, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, দাতাগোষ্ঠির লোক ও সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের পদধূলি পড়তো না ঠাকুরগাঁয়ে। ঠাকুরগাঁও জেলার জনগণ একসময় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না। তারা অভাবে ও অবহেলায় জর্জরিত ছিল। জমি ছিলো অনেকেরেই কিন্তু ফসল ফলানোর তেমন কোন প্রযুক্তি ছিল না। অনেক কে জমি বিক্রি করে সংসার চালাতে হতো। অভাবের কারণে ছেলে মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেনি। আমি ছোট বেলায় দেখেছি অভাব কাকে বলে। আশ্বিন- কার্তিক মাসে মানুষ না খেয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতো। কেউ কেউ কচু সিদ্ধ (স্থানীয় ভাষায় সজির উষা বলতো) খেয়ে সারা দিন-রাত থাকতো। অনেক সময় চাল না থাকার কারনে কাঁচা কলা সিদ্ধ, কাউনের ভাত, গমের ভাত খেয়ে দিন যাপন করতো। সেই দিনগুলি স্মরণ হলে মনে হয় শুধু ঠাকুরগাঁও জেলার জন্য নয় সারা দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এমন একজন মানুষের প্রয়োজন। এক সময় বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলকে অর্থাৎ গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী এই অঞ্চল গুলিকে মঙ্গা অঞ্চল বলে সারাদেশের মানুষ জানত। সরকারের পাশাপাশি স্যারের মেধা ও দূরদর্শিতায় ইএসডিও'র বিভিন্ন প্রজেক্ট যেমন: প্রাইম, ভিজিডি, পিএলডিপি, স্কুল ফিডিং, টিএমআরআই, সেতু, সৌহার্দ্য সহ বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করার ফলে মঙ্গা দূরীকরণে ভূমিকা রেখেছে। মানুষ-মানবতা রক্ষার জন্য কাজ করে, যে মানুষ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি নিয়ে কাজ করে, যে মানুষ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করে, যে মানুষ মানুষের মুক্তির পথ উম্মোচন করে সে মানুষই হচ্ছে প্রকৃত মানুষ বা সেই প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে বড় প্রতিষ্ঠান। আর এটিই হলো আমাদের প্রাণ প্রিয় ইএসডিও। যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যার। আর তাঁকে আজীবন সহযোগিতা করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার ম্যাডাম। তাই ইএসডিও ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টি করেছে প্রায় ৫০০০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান। সৃষ্টি করেছে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ, হাসপাতাল, তৈরী করেছেন ইএসডিও'র সৌজন্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের জন্য নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ, লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর। সাফল্যের স্বীকৃতি ও মিলেছে বারংবার। ১৯৯৭ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার। ২০০৬ সালে পিকেএসএফ ও সিটি ব্যাংক এনএ কর্তৃক সেরা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রতি ব্রিটিশ হাইকমিশন কর্তৃক ইএসডিও'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইকো পাঠশালা ও কলেজের স্বীকৃতি অন্যতম। ইএসডিও'র ৩১ তম জন্মবার্ষিকীতে ১ জন কর্মী হিসেবে আমিও আনন্দে উদ্বেলিত। কেননা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে রয়েছে আমার জীবনের ১৬ টি বসন্ত। আমি ২০০৩ সালে ফিল্ড অফিসার হিসেবে যোগদান করে আজ আমি এ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। আমাকে দিয়েছে একটি জীপগাড়ী। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমার মত একজন সামান্য মানুষ এত কিছু পাব। পেয়েছি দেশ-বিদেশ ঘোরার সুযোগ। প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি বেশি। তাই ইএসডিও শুধু আমার স্বপ্ন নয় পূরণ করেছে আমার পরিবারেরও স্বপ্ন। তাই মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যার ও পরিচালক(প্রশাসন) সেলিমা আখতার ম্যাডাম কে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। দোয়াকরি আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দীর্ঘজীবি করুক। ইএসডিও একদিন নোবেল বিজয়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং বাংলাদেশের সকল এনজিওর উর্দ্ধে থাকবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

জীবন যুদ্ধে বিজয়ীদের গল্প

উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন কাজলী রানী

-জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া একজন নারী- নাম কাজলী রানী। স্বামী পরিত্যাক্তা হওয়া সত্বেও দমে যাননি-বরং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার রাজারহাট ইউনিয়নের হাড়িভাঙ্গা গ্রামের মৃত টুলুরাম দাসের কন্যা কাজলী রানী ১ সন্তানের জননী। কাজলী রানীর সন্তানের বয়স যখন ০২ বছর ঠিক তখনই তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যায়। স্বামীর বাড়ির লোকজনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চলে আসেন তার বাবার বাড়ীতে। বাবা গরীব হওয়ায় অতি কষ্টে জীবন যাপন করছিলেন তিনি। ২০১৫ সালের ১০ আগষ্ট লটারীর মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্পের রাজার হাট ইউনিয়নের একজন স্বপ্ন কর্মী হিসাবে শ্রী মতি কাজলী রানী ১৮ মাসের জন্য নির্বাচিত হয়। ২০১৫ সালের ১৬ আগষ্ট কাজ শুরু হলে তার দলের নেতা নির্বাচিত হন। সেই থেকে সে ইউনিয়ন পরিষদের সকলের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে থাকে। কাজ শুরুর কিছু দিন পরে কাজলী রানী জীবন দক্ষতামূলক ০৬টি ও লাইভলিহুড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কাজ শুরুর কিছু দিন পরে জীবন দক্ষতা মূলক ০৬ টি প্রশিক্ষণ যেমন ১. স্ব-শিক্ষণ সহজ হিসাব, ২. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল, ৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ৪. নেতৃত্ব উন্নয়ন, ৫ নারীর অধিকার ৬. নারী পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কাজলী রানী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে তার দলে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ফলো-আপ পরিচালনা করতেন। প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপনে, তিনি বিউটি পার্লারের উপর প্রশিক্ষণ করার জন্য রাজারহাট বাজারের কণা বিউটি পার্লারের প্রোঃ প্রিয়াংকা রানীর সাথে যোগাযোগ করে ০৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কণা বিউটি পার্লার থেকে ৯০ দিনের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর সেখানেই মাসিক ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন। কাজলী রানীর বাড়ী রাজারহাট থেকে ০২ কি.মি. দুরে হওয়ায়, সে ৫০০০/- (পাঁচ) হাজার টাকা দিয়ে একটি বাই-সাইকেল ক্রয় করে। সেই বাই সাইকেল চালিয়ে দোকানে আসা-যাওয়া করেন। স্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পরে বেতন বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৬০০০/- বেতনে কাজ করছেন। কাজলী রানী বিউটি পার্লারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের বাড়ীতে দর্জির কাজও করেন। সেখান থেকে মাসে ১০০০/- থেকে ১৫০০/- টাকা আয় করেন। এছাড়াও স্বপ্ন প্রকল্পের সঞ্চয়ের টাকা থেকে ১৫০০০/ (পনের) হাজার টাকা দিয়ে একটা গাভী ক্রয় করে পালন করছেন। বর্তমানে গাভীটির মুল্য হবে প্রায় ৩০,০০০/- টাকা। শ্রী মতি কাজলী রানীর এখন স্বপ্ন, ”নিজের একটি বিউটি পার্লারের দোকান দেয়া”।

স্বাবলম্বী নারী জোসনা বেগম

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আরাজি সালন্দর গ্রামের জোসনা বেগম। এক ছেলে এক মেয়ে এবং স্বামী রিপন মিয়াকে নিয়ে তার সংসার। বাড়ীর পাশের নিজের সামান্য জমিতে কৃষিকাজ এবং অন্যের জমিতে দিন মজুরির কাজ করে যা আয় হতো তা দিয়ে দুঃখে কষ্টে সংসার চলত। অভাব অনটন যেন তাদের নিত্য সঙ্গী। দারিদ্রতা কিছুতেই পিছু ছাড়ছিলনা। সংসারের আয় উন্নতি বাড়ানোর জন্য দুজনে চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কোনো কূল কিনারা খুঁজে পান না। জোসনা বেগম ভাবতে থাকেন যে, স্বামীর আয়ের পাশাপাশি যদি তিনি কিছু বাড়তি আয় করতে পারেন তাহলে সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসবে। বেসরকারী সংস্থা ইকো-সোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তার পাশে দাঁড়ালে তিনি শান্তিনগর শাখায় গোলাপ ইকো মহিলা সমিতিতে যোগ দেন। সমিতির সদস্য হওয়ার পর থেকে নিজের আয় থেকে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ১৫০০০/- (পনের হাজার টাকা মাত্র) ঋণ নেন।

ঋণের টাকা দিয়ে হাঁস মুরগী পালন ও কৃষি জমি বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বামীর সাথে সংসারের হাল ধরেন শক্ত হাতে। কৃষিকাজের পাশাপাশি তিনি বাড়ীর পাশে পুকুরটিতে সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেন। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন এর অর্থায়নে পরিচালিত ইকো-সোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর আওতায় মাছ চাষ বিষয়ক সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি জানতে পেরেছেন কিভাবে পুকুরে সার, চুন, খাবার দিতে হবে। ইএসডিও কারিগরি কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করেন। তার পুকুরটি প্রদর্শনী পুকুর হিসেবে নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের সহায়তায় পুকুরে ছেড়েছেন মাছ, পুকুর পাড়ে লাগিয়েছেন মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে, করলা, শসা, লাউ, সিম সহ নানারকম মৌসুমি সবজি। যেগুলো স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকেন। পুকুর পাড়ের সবজি বিক্রি করে তিনি বেশ কিছু টাকা আয় করেছেন। পুকুরে তিনি চুন, সার, নিয়মিত মাছের খাবার দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, ‘ইএসডিও’র সহায়তায় বিভিন্ন রকম পরামর্শ নিয়ে মাছ চাষে আগের চেয়ে অনেক লাভবান হতে পেরেছি।’

বর্তমানে তার স্বামী অটোরিক্সা চালায়। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। ছেলে মেয়েদের দুই বেলা খাবার দিতে পারেন, মিটাতে পারেন ছেলেমেয়েদের চাহিদা। সামাজিক ভাবে তিনি অনেক সচেতন। তার পুকুরটি বর্তমানে একটি মডেল খামারে পরিণত হয়েছে। তিনি এলাকার সফল মাছচাষি এবং ভবিষ্যতে বড় কয়েকটি পুকুর লিজ নিয়ে বড় মাছচাষি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সমাজের বেকার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। তিনি এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। আমরা দোয়াকরি তিনি যেন তার সাফল্যের শীর্ষে পৌছাতে পারেন।

গোয়ালেরডোবা গ্রামের জেলেহা বেগম এখন স্বাবলম্বী

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের গোয়ালেরডোবা গ্রামের অতি দরিদ্র পঞ্চাশোর্ধ জেলেহা বেগম। স্বামী মৃত জোবেদ আলী। জেলেহা বেগমের এক ছেলে দুই মেয়ে। ছেলে হেলাল শেখ বড় মেয়ে রেহেনা খাতুন ছোট মেয়ে ইয়াসমিন খাতুন।

জেলেহা বেগমের স্বামী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ এবং বসতভিটা সহ ৮ কাঠা জমির পুরোটা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় গোয়ালেরডোবা বাঁধের উপর (খাস) জমিতে বসবাস করছে। জেলেহা বেগমকে স্বামীর চিকিৎসা ও সংসার পরিচালনার জন্য আয় রোজগারের আর কোন পথ না থাকায় বেছে নিতে হয় ভিক্ষার পথ। একমাত্র ছেলে সংসারের অভাবের কারণে মা ও বোনদের ছেড়ে বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যায় এবং মা বোনের সাথে কোন যোগাযোগ রাখেনা। স্বামী দীর্ঘদীন রোগে ভোগার পর মারা যায়। একদিকে স্বামীর মৃত্যু অন্যদিকে বড় মেয়েকে তার স্বামী বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এমন অবস্থায় জেলেহা আরো দিশাহীন হয়ে পড়ে এবং তার এই বিপদের সময় আত্নীয় স্বজন পাশে না দাঁড়িয়ে তাকে দূরে ঠেলে দেয়-এমনকি তার এলাকার লোক জন তাকে নিজ এলাকার বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করে। এমন অবস্থায় দিশাহীন জেলেহা কোন মতে ভিক্ষা করে দুই মেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

২০১৬ সালে গোয়ালেরডোবা গ্রামে ইএসডিও সৌহার্দ্য III প্রোগ্রামের উপকারভোগী নির্বাচন করার সময় জেলেহা বেগমকে অতি গরীব ক্যাটাগরীতে উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচিত করে। জেলেহা বেগম আইজিএ অনফার্ম সদস্য হিসাবে ২ দিনের ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং ইএসডিও সৌহার্দ্য III কর্মসূচি থেকে ৪৫০০ টাকা পায়। সে তার কাছে বিভিন্ন ভাবে জমানো ১৫০০ টাকা একত্রিত করে মোট ৬০০০ টাকা দিয়ে ২ টি ছাগল ক্রয় করে। ছাগল পালনের জন্য সে মাচা তৈরি করে। বছরে ২বার ছাগলের টিকা দেয় এবং স্থানীয় ভেকসিনেটর এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে নিয়মমত ছাগল পালন করতে থাকে।

কিছুদিন পরে ২টি ছাগলের ৫টি বাচ্চা হয়। একবছর ছাগলের বাচ্চাগুলো প্রতিপালন করে সে ৪টি বাচ্চা ১৩৫০০ টাকা দিয়ে বিক্রি করে। ছাগলের বাচ্চা বিক্রীর টাকা দিয়ে সে মাথা গোঁজার ঠাই হিসাবে ২কাঠা বসত ভিটার জমি ৪০০০০ হাজার টাকা দরে ক্রয় করার জন্য ১০০০০ অগ্রিম প্রদান করে। জেলেহার বড় মেয়েকে ইএসডিও মাঠ কর্মী ও ভিডিসির সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদের মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত করে। বহু কষ্টে ছোট মেয়ে ইয়াসমিনকে সে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে এলাকাবাসির সহযোগিতায় বিয়ে দেয় । পরবর্তিতে ছাগল ২টি আরো ৫টি বাচ্চা দেয়। এখন তার মোট ছাগলের সংখ্যা ৭ টি। জেলেহা বেগম এখন আর ভিক্ষা করেনা। সে এখন ছাগল পালনকে তার অন্যতম পেশা হিসাবে নিয়েছে। জেলেহা বেগমের ছাগল পালন ও তার মেয়ের মাটি কাটার টাকা দিয়ে সংসার পরিচালনা করে। সে এখন তার বাড়িতে একটি টয়লেট স্থাপন করেছে। তার বাড়িতে জায়গা না থাকায় অন্যের বাড়িতে সবজি চাষ করছে। জেলেহা বেগমের বাড়িতে এখন আত্নীয় স্বজন আসে এবং জেলেহা বেগমও তার নিকট আত্নীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যায়। জেলেহা বেগম কে দেখে অনেকে বলছে ভিক্ষা বাদ দিয়ে ছাগল পালন করে যে সংসারে আয় উন্নতি করা যায় এটি তার একটি উদাহরণ যা এলাকার মধ্য আলোচিত একটি বিষয়। জেলেহা বেগমের কথা হচ্ছে-আল্লাহ যেন তাকে ভাল রাখে এবং নিজের কর্ম দ্বারা যেন বাকি জীবন ভালভাবে চলতে পারে।

টুইলাডাঙ্গি ভিডিসির উদ্যোগে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করল বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গ্রামের নাম দক্ষিণ সাদামহল টুইলাডাঙ্গী। ০৬নং রনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ড। দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলা থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিন পশ্চিম কোনে অবস্থিত গ্রামটি। কাঁচা পাকা মিলে রাস্তা।

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) হেকস্-ইপারের সহযোগিতায় টুইলাডাঙ্গী গ্রামের আদিবাসীদের জীবন মান উন্নয়নে ২০১৩ থেকে কাজ করছে।

টুইলাডাঙ্গি গ্রামে ৪৫টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস। ছোট ছোট মাটির ঘর। জীবন যাপনের মান অত্যন্ত খারাপ। প্রেমদীপ প্রকল্প এই গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন, নারীদের নিয়ে উৎপাদক দল গঠন, দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস দল গঠন এবং কিশোরীদের নিয়ে দল গঠন করে কাজ করে আসছে। গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি রয়েছে তা খুব শক্তিশালী। কমিউনিটির ভাল-মন্দ যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এই কমিটি।

ধু-ধু এই টুইলাডাঙ্গী আদিবাসী গ্রামে সবচেয়ে বেশি যে জিনিস গুলি দীর্ঘ দিন ধরে প্রয়োজন ছিল তা হল পানি এবং স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মাঝে মধ্যে রিং স্লাব দিত। কিছু কিছু পরিবার তা দিয়ে উপকৃত হয়েছে বটে কিন্তু সুপেয় পানির বেশ অভাব ছিল। পানি বাহিত বিভিন্ন রোগ সব সময় এ আদিবাসী পল্লীতে লেগে থাকত।

উক্ত সমস্যার কারনে প্রেমদীপ প্রকল্প এই গ্রাম উন্নয়ন কমিটিকে ডেকে কমিউনিটিতে আলোচনায় বসেন। উদ্দেশ্য ছিল সকল সদস্যদের সুপেয় পানির কি ব্যবস্থা করা যায়। যাতে প্রতিটি পরিবার সুপেয় পানি পায়। যেমনি চিন্তা তেমনি কাজ। সভাপতি এবং সম্পাদক সহ সকল সদস্য চিন্তা করে যে, উপজেলা বরেন্দ্র অফিসে যোগাযোগ করা হবে। ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এবং বোচাগঞ্জ উপজেলা প্রেমদীপ প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বনায়ন ও সেচ বিষয়ক

বাকী অংশ ২১ পৃষ্ঠায়

টুইলাডাঙ্গি ভিডিসির উদ্যোগে সুপেয় পানির

২০ পৃষ্ঠার পর

পানির ট্যাংক স্থাপনের অনুমোদন হয়েছে। খবরটি পেয়ে আদিবাসীদের মধ্যে খুশির বন্যা বয়ে যায়। অবশেষে গত ২৩ জানুয়ারী ২০১৮ তে পানির ট্যাংকির ভিত্তি স্থাপন করেন দিনাজপুর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মীর খায়রুল আলম। টুইলাডাংগীর আদিবাসীরা কোন দিন চিন্তা করতে পারে নাই যে, এতবড় কাজ হবে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির আপ্রাণ চেষ্টায় এবং ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের সহযোগিতায় প্রায় ২০,০০০০০/- ব্যয়ে সেই টুইলাডাঙ্গী আদিবাসী পল্লীতে ২৫ হাজার লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পানির ট্যাংকির কাজ এবং বাড়ী বাড়ী ৮০০০ ফিট পানির লাইনের কাজ ২মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এতে মসজিদ ১টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি, গীর্জা ২টি, আদিবাসী পরিবার ৩৭ টি, মূলস্রোতধারা পরিবার ১১টি সহ মোট ৫২টি পরিবারে প্রায় ৩৫০ জন মানুষ বিশুদ্ধ পানি পান করছে।

এখন ঘরে ঘরে সুপেয় পানি পাচ্ছে প্রতিটি পরিবার, যা বাস্তবে না দেখলে কেউ হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না। বর্তমানে মূলস্রোতধারা ও আদিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কাজগুলো ঐক্যমতের ভিত্তিতে সম্পন্ন করছেন। টুইলাডাঙ্গী বাসী কখনও ভাবতে পারেনি যে এ ধরনের সুপেয় পানির ট্যাংক স্থাপন হবে। এজন্য টুইলাডাঙ্গীবাসী ও গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্প ও হেকস্-ইপার কে ধন্যবাদ জানান। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি প্রমাণ করেছে পরিশ্রম সৌভাগ্যের ফল।

শামিম মিয়ার সফলতার কাহিনী

দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ১নং শিবরামপুর ইউনিয়নের সাহাডুবি গ্রামে বাস করত মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের পুত্র মোঃ শামিম মিয়া। তার সংসার চলতো অভাব অনটনে। এক বেলা খেলে আরেক বেলা না খেয়ে থাকতে হতো। তিনি এই অভাব দূর করার জন্য অন্যের বাড়ীতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই দারিদ্রতার হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় এই চিন্তায় তিনি সব সময়ে চিন্তিত থাকতেন। এমন সময় ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র গড়েয়া শাখার সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর (এভিসিএফ) এর সাথে তার সাক্ষাত হয় ২০১৬ সালের মে মাসে। এভিসিএফ মোঃ শামিম মিয়াকে পেইজ প্রকল্পের বছর ব্যাপী গরু মোটাতাজাকরণ সম্পর্কে অবহিত করেন। বছর ব্যাপী গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের কথা শোনার পর মোঃ শামিম মিয়া বলেন, এই গরু ক্রয় করার মত সামর্থ্য আমার নেই। তখন সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় ৬-মাস মেয়াদী গরু মোটাতাজাকরণ এর উপর ঋণ প্রদান করা হয়। ৬-মাস আধুনিক পদ্ধতিতে লালন পালন করার পর গরু বিক্রি করে আসল লাভে টাকা পরিশোধ করতে হয়। একথা শুনার পর তিনি গড়েয়া শাখার প্রত্যাশা ইকো পুরুষ সমিতিতে ভর্তি হয়ে ছাগল বিক্রি করে সেখান থেকে ৮০০০/= (আট হাজার) টাকা সঞ্চয় জমা করেন।

তার পর ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র পেইজ প্রকল্পের ২ দিন ব্যাপী গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ের উপর মোঃ শামিম মিয়া প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তিনি বুঝতে পারেন মাত্র ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যে গরু মোটাতাজাকরণ করে লাভবান হওয়া যাবে। এর পর ১ম দফায় তিনি ৫০,০০০/=(পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণ করার পর মোঃ শামিম মিয়া ৪৩০০০/= (তেঁতাল্লিশ হাজার টাকা) দিয়ে একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। সেই গরুকে তিনি কৃমিনাশক এবং টিকা দেওয়ার পর নিয়মিত ইউ,এম,এস সঠিকভাবে খাওয়ানো শুরু করেন। মাত্র ৫ মাস পর সেই গরু বিক্রি করেন ৭২০০০/=(বাহাত্তর হাজার টাকা মাত্র)। এর পর তিনি ঋণের টাকা আসল সার্ভিসচার্জসহ পরিশোধ করেন।

এর পর লাভের টাকা দিয়ে মোঃ শামিম মিয়া গরু রাখার জন্য সুন্দর একটি শেড তৈরী করেন। যাতে এই শেডে ১৫-২০টি গরু এক সাথে মোটাতাজাকরণ করা যায়। এর পর তিনি ২য় দফায় আবার ১,০০,০০০/(এক লক্ষ টাকা) ঋণ গ্রহণ করে ৩টি ষাঁড় গরু ১,০৭,৫০০/(এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত টাকা) দিয়ে ক্রয় করে আগের নিয়মে লালন পালন করতে শুরু করেন। এবার তিনি মাত্র ৫ মাসের মধ্যে উক্ত গরু বিক্রি করেন ১,৭৯,৫০০/=(এক লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচ শত) টাকা। এতে তিনি বেশ লাভবান হন এবং আসল লাভ সহ ঋণ পরিশোধ করেন। এর পর ৩য় দফায় মোঃ শামিম মিয়া ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঋণ নেন এবং ২,১০,০০০/=(দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা) দিয়ে ৭টি গরু ক্রয় করে পূর্বের নিয়মে লালন পালন করতে শুরু করেন এবং মাত্র ৪ মাস ১০দিন পর সেই গরু বিক্রি করেন ৪,৬৫,০০০/(চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র)। এক্ষেত্রে তিনি ইএসডিও পেইজ প্রকল্প থেকে কারিগরি সহায়তাসহ সার্বিক সহযোগিতা পান। ফলে তিনি এতে বড় অংকের একটা লাভ করেন। ৪র্থ দফায় ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ টাকা) ঋণ গ্রহণ করেন। তারপর ৫ম দফায় ৩,৫০,০০০/(তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) দিয়ে ১০টি গরু ক্রয় করেন এবং সেই গরু মাত্র ৫মাস পর বিক্রি করেন ৬,৫৪,৫০০/(ছয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)।

এভাবে মোঃ শামিম মিয়ার এই গরু মোটাতাজাকরণের আধুনিক পদ্ধতি দেখে অত্র সাহাডুবি গ্রামের আশে পাশে অনেকেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষদ্র গরু মোটাতাজাকরণ খামার শুরু করেছে। সেই সঙ্গে মোঃ শামিম মিয়ার পরিচিতি বর্তমানে অনেক বেড়েছে। তার এই পরিচিতির পেছনে রয়েছে ইএসডিও'র অন্যতম অবদান। এভাবে তার পরিবারে ফিরে আসে সুখ, তাকে আর না খেয়ে থাকতে হয়না এবং মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর মত সামর্থ্য হয়েছে তার। এজন্য তিনি ইএসডিও পেইজ প্রকল্পকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। কারণ তার এই উন্নতির পেছনে রয়েছে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় ইএসডিও কতৃক বাস্তবায়িত " বছরব্যাপী গরু মোটাতাজাকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের অপরিসীম অবদান। তার চিন্তা ভবিষ্যতে এই খামারটি আরো বড় করার, যাতে এই খামারটি তার জীবনের এক মাত্র উন্নতির চাবি কাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

বর্ণিল আয়োজনে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সমাপনী উৎসব অনুষ্ঠিত

বর্ণিল আয়োজন আর নানা ইভেন্টের খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া শুরু হয় গত ৮ ফেব্রুয়ারী ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ মাঠে। উৎসবমূখর পরিবেশে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন, রংপুর আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক মো: আখতারুজ্জামান। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ঠাকুরগাঁও জেলা শিক্ষা অফিসার খন্দকার আলাউদ্দীন আল আজাদ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার, হেকস-ইপার এর কান্ট্রি ডিরেক্টর অনিক আসাদ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি-রংপুর আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক মো: আখতারুজ্জামান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ক্রীড়াই শক্তি, ক্রীড়াই বল। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পরিমাপক হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে শিক্ষক-অভিভাবকদের সচেষ্ট হওয়ার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, খেলাধুলা হচ্ছে শিক্ষার পাশাপাশি অন্যতম সহশিক্ষা কার্যক্রম। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা জেলা ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় অংশ নিয়ে সুনাম অর্জন করছে। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান ড: মুহম্মদ শহীদ উজ জামান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, বৈরি আবহাওয়া ঘাত-প্রতিঘাত আর চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকাই স্বার্থকতা।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন হয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বর্ণিল এই আয়োজনের সমাপনী উৎসব। সমাপনী উৎসবকে ঘিরে ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল সাজ সাজ রব। উৎসবের আমেজ বাড়াতে পুরো ক্যাম্পাসকেই সাজানো হয়েছিল নয়নাভিরাম দৃশ্যায়নে। শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই উৎসবের আমেজে আমোদিত হতে দেখা যায়।

বেলা তিনটায় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর সভাপতিত্বে সমাপনী উৎসবের মূল পর্ব শুরু হয়।

প্রথমে শিক্ষকবৃন্দ উৎসব সঙ্গীত, "আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা" গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে অভ্যাগত অতিথিদের মাধ্যমে বার্ষিক আলোকিত ভূবনের মোড়ক উম্মোচন করা হয়। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন।

সমাপনী উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড: কে এম কামরুজ্জামান সেলিম ,জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও; বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও। আরো উপস্থিত ছিলেন মো: মনসুর আলী, সভাপতি, ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথি ড: কামরুজ্জামান সেলিম বলেন, ড: জামান ঠাকুরগাঁও তথা দেশের একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তোমরা ভাগ্যবান এজন্য যে একজন ভাল অধ্যক্ষ এবং জামান সাহেবের মতো দুজন উদাহরণীয় ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাচ্ছো। এমন গুনী ব্যক্তির জন্ম কালে-ভদ্রে হয়। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, এমন আয়োজন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আমি সব প্রতিষ্ঠানে দেখিনা। *বাকী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

জাতীয় পর্যায়ে শিখন বিনিময় কর্মশালা (National Learning Sharing workshop)

হোয়্যার দ্য রেইন ফলস্ প্রজেক্টের (Where the Rain Falls) আওতায় কেয়ার বাংলাদেশ ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র যৌথ উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী, ঢাকাস্থ দৈনিক স্টার পত্রিকার কনফারেন্স রুমে প্রজেক্টের জাতীয় পর্যায়ে শিখন বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দেশ বরেণ্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলিকুজ্জমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ডিজি জনাব মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মেদ; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ী ঢাকা অফিস ও উপ-পরিচালক ডিএই কুড়িগ্রাম সহ স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী কর্মকতাবৃন্দ। কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব জিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর সঞ্চালনায় কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী, সংশ্লিষ্ট যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আইয়ুব আলী সরকার উপস্থিত ছিলেন।

মূলতঃ বিগত পাঁচ বছর (২০১৪-২০১৮) ধরে ৩টি ধাপে হোয়্যার দ্য রেইন ফলস্ প্রকল্পটি কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায় প্রিন্স-আলবার্ট ২ অব মোনাকো ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহযোগিতায় ইএসডিও কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল SuPER কৃষি চালু এবং সমাজ-ভিত্তিক অভিযোজনের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের প্রান্তিক চাষীদের জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করনের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত জনিত ঝুঁকি এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে সহায়তা করা।

কর্মশালায় স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের অভিব্যক্তিতে প্রকল্পের বিভিন্ন শিখন দিক তুলে ধরেন। বিশেষ করে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদেরকে কিভাবে খাপ খাইয়ে কৃষি ক্ষেত্রে টিকে থাকতে হয় তা উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে বন্যা সহনশীল আমন ধানের জাত, বিভিন্ন উন্নত জাতের ধানের বীজ, উন্নত জাতের বিনা (বিনা-৪,৯,১০) সরিষার কথা উল্লেখ করেন এবং এ সব পরিচর্যা ও আধুনিক কলাকৌশল/চাষ পদ্ধতির ব্যবহার উল্লেখ করেন, যা প্রকল্পের মাধ্যমে শিখতে পেরেছেন। প্রধান অতিথি, শিখন বিনিময় কর্মশালায় প্রজেক্টের শিখন ও ভাল কাজ সমূহকে আরো কিভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ ধরনের প্রকল্পের প্রয়োজনয়ীতার কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি এ ধরনের প্রকল্প নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্য এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাংলাদেশের আজকের উন্নয়ন বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে এ ধরনের প্রকল্পের অবদান আছে। নারীদের কৃষক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রকল্প যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি কেয়ার বাংলাদেশ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে ইএসডিও'র প্রশংসা করেন।

কর্মশালার সভাপতি, কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি-ডিরেক্টর জনাব জিয়া চৌধুরী প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক উল্লেখ করতঃ কর্মশালায় সকলের অংশগ্রহণ ও সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আশা করেন এ ধরনের প্রকল্প যেন আরো করা যায় সেজন্য কেয়ার বাংলাদেশ চেষ্টা করছে। পরিশেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রসংশা করেন ও সকলের মঙ্গল কামনা করে শিখন বিনিময় কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ইএসডিও এবং ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ পালন করলো মহান একুশ

মহান ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় উদযাপন করা হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ ও ইএসডিও চত্বরে নির্মিত শহীদ মিনারের শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। শোক র‌্যালী, শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, নিরবতা পালন, আলোচনা সভা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিবসটি পালনে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আলোচনা সভায় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান আলোচনা সভার শুরুতে ১৭৫৭ সালের পলাশী, ১৯৫২ সালের ভাষা অন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সকলকেই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করতে হবে। মহান স্বাধীনতার চেতনায় দেশপ্রেমিক হতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ গুনসম্পন্ন মানুষ হয়ে নিজেকে সমাজের কল্যাণে-দেশের কল্যাণে নিবেদিত হতে হবে। অনুষ্ঠানে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার বলেন, যাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মা-কে মা বলে ডাকতে পারছি, যারা মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের প্রাণ-তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা সকল শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ ইএসডিও'র উপস্থিত উন্নয়ন কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

অপরদিকে দিবসের প্রথম প্রহরে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বড় মাঠে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের সাথে মিলিত হয়ে ইএসডিও মহান ভাষা অন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

নওগাঁ একুশে পরিষদ কর্তৃক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে গুণীজন সম্মাননা প্রদান

সৃষ্টির পরম আনন্দ আস্বাদন করার মানসে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান সৃষ্টি করে চলেছেন একের পর এক আলোকিত প্রতিষ্ঠান। নিষ্ঠা, সততা আর শিষ্টাচারের অনুধ্যানে মগ্ন হয়ে তাঁর সৃষ্টি সম্ভারে যোগ হচ্ছে এক একটি সৃষ্টি। তাঁর কৃতি আজ পথিকৃতের মতো পথ দেখায়-প্রেরণা যোগায় নব সৃষ্টির আগামী প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখায় সুন্দর আগামীর। আজ আগামীর প্রেরণা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। যাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশাল জায়গা জুড়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রমী জাদুঘর-লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর। এই জাদুঘরে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গৌরবকে সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর সত্যিই এক বিস্ময়কর সংগ্রহশালা। তাঁর এই ব্যতিক্রমী সৃষ্টির, ভিন্নধর্মী উদ্যোগের কৃতিত্ব হিসেবে নওগাঁ একুশে পরিষদ ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে গুণীজন সম্মাননা প্রদান করেন। তাঁর কৃতিত্বের ঝুলিতে যুক্ত হলো আরও একটি সম্মাননা। গত ২১ ফেব্রুয়ারি নওগাঁ কেডি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে,' নওগাঁ একুশে পরিষদ' আয়োজিত একুশে বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন বরেণ্য বুদ্ধিজীবি ও কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক এবং সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল ।

রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জোনের কর্মীদের সাথে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালকের মতবিনিময় সভা

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের সিরাজগঞ্জ-নাটোর জোনের মাসিক সমন্বয় সভা, নাটোর উপজেলা হলরুমে এবং রাজশাহী জোনের

বাকী অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বর্ণিল আয়োজনে ইকো পাঠশালা

২২ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ অতিথি মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী তাঁর বক্তব্যে বলেন- যখন ঠাকুরগাঁওবাসী একটি উত্তম বিদ্যাপীঠের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল, ঠিক তখনি এই প্রতিষ্ঠানটি ঠাকুরগাঁও বাসীর আশা পূরণ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তিনি আরও বলেন, জামান সাহেব দেশের সম্পদ, সাংস্কৃতিক বিকাশে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। সভাপতির বক্তব্যে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, শিক্ষা শুধু মানুষকে অভিভূতই করেনা, শিক্ষা মানুষকে মুক্তি দান করে। কোন মানুষ যেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে না ওঠে। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি সমাজের কাজে আসেনা। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে সমাজকে মুক্তি দেওয়া, জাতিকে মুক্তি দেওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। আলোকিত মানুষ তারাই, যারা নিজের চিন্তার বাইরেও সমাজের চিন্তা করে। একটি উন্নত দেশ গড়তে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। আলোচনা সভা শেষে ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এবং পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পরিশেষে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় জমকালো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের নাচ,গান আর অভিনয়ে সারাক্ষণ আনন্দে মেতে থাকে উপস্থিত অতিথি,অভিভাবক ও দর্শকবৃন্দ।

ইকো পাঠশালা পীরগঞ্জ শাখার সমাপনী উৎসব

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ইকো পাঠশালা পীরগঞ্জ শাখার বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৯'র সমাপনী উৎসব পীরগঞ্জ ইকো পাঠশালা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জিয়াউল ইসলাম জিয়া, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পীরগঞ্জ; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ ডব্লিউ এম রায়হান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পীরগঞ্জ; আরো উপস্থিত ছিলেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার; মোঃ বজলুর রশীদ, অফিসার ইনচার্জ, পীরগঞ্জ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, পীরগঞ্জে আলোকিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইকো পাঠশালা অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান। ইকো পাঠশালায় লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল লক্ষণীয়। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার বলেন, আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এ জন্য আমরা ধন্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে ঠাকুরগাঁও বাসির জন্য কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পেরে আমরা গর্বিত। সভাপতির বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন,,ইকো পাঠশালা আলোকিত মানুষ গড়ার কারখানা। এ লক্ষ্যে আমরা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন,

শিবগঞ্জ শাখা ইকো পাঠশালার সমাপনী উৎসব

জিপিএ ৫ পাওয়া যদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষা সামগ্রিক ভাবে একটি দেশের জন্য খুব প্রয়োজনীয় নয়। আমরা চাই ছেলে-মেয়েরা গড়ে উঠবে বৃহত্তর সমাজের জন্য। আর সেই লক্ষ্যেই ইকো পাঠশালা নিবিড় ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিশেষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে অতিথিবৃন্দ পুরস্কার তুলে দেন এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

ইকো পাঠশালা শিবগঞ্জ ঠাকুরগাঁও শাখার বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৯'র সমাপনী উৎসব গত ৯ ফেব্রুয়ারি শিবগঞ্জ ইকো পাঠশালা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আনিসুর রহমান, সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, বীরমুক্তিযোদ্ধা, চেয়ারম্যান, জামালপুর ইউনিয়ন পরিষদ; নিত্যানন্দ দাস, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও। উপস্থিত ছিলেন সেলিমা আখতার, অধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ; সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ ও নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপনী উৎসবের ইতি ঘটে।

সংযোজিত হলো ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের ৫ম বাস।

ইএসডিও-ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

আত্ম-অধিকার, ন্যায় ভিত্তিক সমাজ আর সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ নির্মাণের প্রত্যয়ে জেগে উঠেছিলো মানুষ। যার পথ ধরে দীর্ঘ সংগ্রাম আর ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। একুশ তাই আমাদের চেতনার প্রতীক। মহান একুশের চেতনাকে ধারণ করে-ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)'র যৌথ উদ্যোগে পঞ্চগড় জেলার ০৪টি উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি উপজেলার ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে ৫০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই র‌্যালি ও আলোচনা সভা এবং কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে পঞ্চগড় জেলায় প্রতিযোগিতায় ছাত্র ২৩২০ জন, ছাত্রী ১৮০০ জন এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় ছাত্র ৪৪২০ জন, ছাত্রী ১৪১০ জন অংশগ্রহণ করে। এ সময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার , উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সাংবাদিক, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

'যৌন হয়রানি রোধ কার্যক্রম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গড়ন' কর্মসূচি'র আওতায় অবহিতকরণ সভা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র বাস্তবায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় 'যৌন হয়রানি রোধ কার্যক্রম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গড়ন' কর্মসূচির আওতায় অবহিতকরণ সভা ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল, কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরগাঁও শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী এ অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করে।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম কিবরিয়া মন্ডল; বিশেষ অতিথি ছিলেন আল আসাদ মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও; খন্দকার মোঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ, জেলা শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও; মোঃ মনসুর আলী, সভাপতি, ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব। উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও যৌন হয়রানি রোধ কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর আলম; সিএম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা প্রীতি গাঙ্গুলী; পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা গড়ন কর্মসূচির কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ সিদ্দিকুর রহমান; রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মোঃ ইয়াকুব আলী; ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ শংকর চক্রবর্তী; ইএসডিও'র প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী মোঃ এনামুল হক; এপিসি (এইচআর) মোঃ আবুল মনুসর সরকার; ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম। অবহিতকরণ সভাটি সঞ্চালনা করেন শাহ মোঃ আমিনুল হক, ফোকাল পার্সন, ইএসডিও ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি।

অবহিতকরণ সভায় যৌন হয়রানি রোধ কার্যক্রম ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা গড়ন কর্মসূচির ঘোষণা পত্র পাঠ করে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী তাসনিম জাহান শিখা ও ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের ছাত্র মোঃ রাকিব হাসান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম কিবরিয়া মন্ডল তাঁর বক্তব্যে বলেন- আমরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা আরো এগিয়ে যাব। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর চেয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সচেতনতায় অনেকটাই এগিয়ে। আমেরিকার মতো দেশেও স্বাধীনতার ১৯০ বছরে কোন নারী রাষ্ট্র প্রধান হতে পারেন নাই। অথচ আমাদের বাংলাদেশে স্বাধীনতার এ অল্প সময়ে শাসনকালের বেশিরভাগ সময়ই নারী সরকার প্রধান হিসাবে দেশ শাসন করছে। এটাও আমাদের এগিয়ে যাওয়ার একটা উদাহরণ। কলেজপাড়া হতে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য যাদুঘর পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার রাস্তার আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির আওতায় এনে এটাকে দেশের মডেল হিসাবে তুলে ধরার পরামর্শ দেন। আমি বিশ্বাস করি, ড. জামান সাহেবের মত মানুষ থাকলে এটা সম্ভব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহোদয় বলেন- আজ যাদের উদ্দেশ্যে এ আয়োজন, তারা হলো- যারা এ দুর্ঘটনার শিকার হয় অর্থাৎ নারীরা, তাদের উপরেই মুলত এ অন্যায় অনাচারটি হয়। আর যারা এ অপরাধ সংগঠিত করেন অর্থাৎ পুরুষেরা, তাদের সচেতন করাই আজকের উদ্দেশ্য। তিনি মেয়েদের সকল ভয় ভীতির উর্দ্ধে থেকে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, কোন প্রকার সংশয়ে না থেকে এ ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। এ অপরাধীদের শায়েস্তা করতে আইনের নানামুখী সুযোগ আমরা কাজে লাগাতে পারি। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কাজকে কাজ মনে করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে, আর নিজের কাজ নিজেই করার মানসিক চিন্তাও মাথায় রাখতে হবে।

অবহিতকরণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন- মানুষ হতে হলে অভিজ্ঞতায়, জ্ঞান-কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষকে ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে হয়। তিনি ভারতের একটি শহরের উদাহরণ টেনে বলেন সেখানে কোন ধরনের নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি নেই। কিভাবে তারা এটা সম্ভব করেছে? তারা সম্ভব করেছে- সংঘবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে, শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে। ড. জামান ঘোষণা করেন, কলেজপাড়া হতে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য যাদুঘর ৩ কিলোমিটার রাস্তার দু-ধার ফুলে ফুলে সুশোভিত করা হবে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বেগম রোকেয়া, ইলা মিত্রের জীবনী গ্রহণের পরামর্শ দেন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হলো ইএসডিও'র পরিবার দিবস

বাংলাদেশ উৎসবের দেশ। ঋতু বৈচিত্রের মতো আমাদের দেশে উৎসবের বৈচিত্র্যও কম নয়। উৎসব আনন্দের অনুষঙ্গ। এসব উৎসব পালনের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠে মানুষের প্রাণবন্ত রুপ। এই চেতনাকে ধারণ করে ইএসডিও প্রতিবছর পালন করে আসছে 'পরিবার দিবস'। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর চত্বরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক 'পরিবার দিবস'। পরিবার দিবসে সবাই যেন বাড়তি আনন্দে মেতে উঠেছিল। যাপিত জীবনের কোল থেকে আনন্দের জগতে অবগাহন করার সুযোগে সকলেই হয়ে যায় একাকার। পরিবার দিবসে শিশুদের নানান ধরনের খেলা, অভিভাবকদের খেলা, র‌্যাফেল ড্র, ফটোসেশন, গ্যালারী প্রদর্শন, উপকরণ সংগ্রহ সহ নানামূখী আয়োজনে সকলেই হয়ে যায় আনন্দ জগতের বাসিন্দা। মনোমূগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবার দিবসের পূর্ণতা বাড়িয়ে দেয়। একটি দিন, অনেক আনন্দ এমনভাবে সাঙ্গ হয় আনন্দ ঝিলিকের সময়টুকু। পরিবার দিবসে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দ সৃষ্টিতে খোরাক যোগান।

পরিবার দিবস উদযাপন কমিটি

ভালোবাসার নজির স্থাপন করলো ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা

ভালোবাসার নজির স্থাপন করলো দেশের উত্তরাঞ্চলের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস গতানুগতিক ভাবধারায় পালন না করে দশম শ্রেণির ছাত্র শাশ্বত জামানের নেতৃত্বে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকার ফল নিয়ে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালের রোগীদের মাঝে বিতরণ করে জানালো আমরা 'তোমাদের ভালোবাসি'। শিক্ষার্থীরা হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের মাঝে ফল বিতরণের সময় এক ঔৎসুক্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী এ আয়োজনে মুগ্ধ হন হাসপাতালে দায়িত্বরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। বিপদে পাশে থাকার মতো মহানুভবতামূলক কর্মসূচি উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়। মানুষের বিপদে পাশে থাকার আগ্রহ তৈরিতে এ ধরনের কর্মসূচি ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা শিক্ষার্থীদের অকুন্ঠ সমর্থন ও সাহস যোগান।

রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জোনের

২৩ *পৃষ্ঠার পর*

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ এনামুল হক, পিসি, এমএফ; মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, পিসি, এভিসিবি; মোঃ এনামুল হক, পিসি, রস্ক; মোঃ তাসবীর আহমেদ খাঁন, পিসি, উজ্জীবিত; সৈয়দ মাহবুবুল হক, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর; দেবাশীষ সরকার, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (ট্রেনিং এন্ড রিসার্স মনিটরিং)।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র অর্থায়নে ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত ইএসডিও-প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আউলিয়াপুর ইউনিয়নে গত ১১ ফেব্রুয়ারী আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে শারীরিক ভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি শ্রী ধ্বনি চরণ রায় এর সভাপতিত্বে ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে শারীরিক ভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের মাঝে কম্বল ১০০টি, ছাতা ২০টি, কমোড চেয়ার ২০টি, ওয়াকিং স্টিক ২০টি ও হুইল চেয়ার ২টি বিতরণ করা হয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ভুবেন্দ্র নাথ রায়, প্রবীণ কর্মসূচির ফোকাল পার্সন (এপিসি) স্বপন কুমার সাহা, জোনাল ম্যানেজার (এপিসি) কৃষ্ণ কুমার রায়, আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সমৃদ্ধি প্রকল্পের পিসি মোঃ মফিজুর রহমান মনি, প্রবীণ কর্মসূচীর প্রোগ্রাম অফিসার মো: জিব্রীল ইডেন, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

রাণীশংকৈল উপজেলার ৫নং বাচোর ইউনিয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চর্ম ও যৌন রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার ৫ নং বাচোর ইউনিয়ন পরিষদে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর্ম ও যৌন রোগীদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। উক্ত চর্ম ও যৌন ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন বাচোর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব জীতেন্দ্র নাথ বর্মন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইএসডিও'র বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের কথা যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য,স্যানিটেশন সেবার কথা তুলে ধরেন। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন চর্ম ও যৌন বিশেষজ্ঞ ডা: সুলতান মাহমুদ, ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির পীরগঞ্জ জোনাল ম্যানেজার মো: আনোয়ার হোসেন ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: আব্দুল মান্নান। ক্যাম্পে ডা: সুলতান মাহমুদ, ডা: বিজয় হেমরম এর দ্বারা ১৮৩ জন রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সার্বিক সহযোগিতা করেন ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসুচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রজনী কান্ত রায়, শাহিন আখতার, স্কুল সুপারভাইজার মোছা: আফরোজা বেগম, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা সুরেন্দ্র নাথ এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকবৃন্দ।

তামাক নয় খাদ্য চাই,সুস্থ ভাবে বাঁচতে চাই

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় ইএসডিও লালমনিরহাট জেলার দুরাকুটি শাখা তার কর্ম এলাকায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র বাস্তবায়নে এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে কৃষক ভাইদের সহযোগিতায় ১২৫ বিঘা জমিতে তামাকের বিকল্প ফসল চাষ করা হয়েছে।

ইএসডিও- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শারীরিক ভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা প্রদান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র অর্থায়নে ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত ইএসডিও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নে গত ১২ ফেব্রুয়ারী ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স ফাড়াবাড়ি শাখা অফিস হল রুমে শারীরিক ভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি মো: আমিনুল ইসলাম বাবু এর সভাপতিত্বে আকচা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত কুমার বর্মন অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে শারীরিক ভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের মাঝে কম্বল ১০০টি, ছাতা ২০টি, কমোড চেয়ার ২০টি, ওয়াকিং স্টিক ২০টি ও হুইল চেয়ার ২টি বিতরণ করা হয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কর্মসূচির ফোকাল পার্সন(এপিসি) স্বপন কুমার সাহা, জোনাল ম্যানেজার (এপিসি) কৃষ্ণ কুমার রায়, ফাড়াবাড়ি শাখা অফিসের বিএম মো: মকবুল হোসেন, প্রবীণ কর্মসূচীর প্রোগ্রাম অফিসার প্রকাশ চন্দ্র বর্মন, ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

লালমনিরহাটের তুষভান্ডার ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির ইউনিয়ন যুব সেমিনার

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ৩নং তুষভান্ডার ইউনিয়নে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র উদ্যোগে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব সমাজের কার্যক্রমের আওতায় যুব সম্মেলন ২০১৯ উপলক্ষ্যে গত ৫ ফেব্রুয়ারি উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে ইউনিয়ন যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ৯ টি ওয়ার্ডের প্রতিযোগীবৃন্দ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রতিযোগিতায় জুরিবোর্ডের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুকান্ত সরকার ,উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট; নুর ইসলাম আহমেদ, চেয়ারম্যান ৩ নং তুষভান্ডার ইউনিয়ন, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট; মোঃ মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ, তুষভান্ডার মহিলা ডিগ্রি কলেজ; মোঃ মিজানুর রহমান সহকারী অধ্যাপক, সরকারি করিম উদ্দিন পাবলিক কলেজ, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট; মোঃ আমিনুর ইসলাম, সভাপতি প্রেসক্লাব, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট; মোঃ মহসিন আলী (টুলু) ডেপুটি কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট এবং মোঃ আব্দুল লতিফ, সমন্বয়কারী, ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচি।

অনুষ্ঠানে বিচারক মন্ডলীর ফলাফলের ভিত্তিতে ৯ টি ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে ৩টি ওয়ার্ডকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নিবার্চন পূর্বক পুরস্কৃত করা হয়। সেমিনারটি সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জহিরুল ইসলাম ,স্বাস্থ্যকর্মকর্তা নুর আলম নুর, উন্নয়ন উদ্যোগ কর্মকতা মোঃ শাহজালাল আহমেদ।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে মত বিনিময় সভা

অপ্রচলিত কৃষিপণ্য (সবজী ও ফলমুল) প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি মত বিনিময় সভা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ের মেধা অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহায়তায় ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

মত বিনিময় সভায় ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন- সারাদেশে যে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছে তাদের সবাইকে স্যালুট ও সম্মান করা প্রয়োজন, কারণ তারা সবাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে কাজের সুযোগ তৈরী করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশকে এবং কমিয়ে আনছে দেশের বেকারত্ব। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর খাদ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব ড. মোঃ আরিফুল আলম এবং ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাবৃন্দ। সভায় দেশের উত্তরাঞ্চলে উৎপাদিত সিমের বিচি, মিষ্টি কুমড়োর বিচি, আম, কাঁঠাল, বিভিন্ন প্রকার সবজি ও আদা দিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করা হয়। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ইএসডিও'র কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের পরামর্শ সভা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে ইএসডিও'র কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগিতায় ইএসডিও'র কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে পরামর্শ প্রদান করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, মোছাঃ সুমাইয়া আফরোজ (মুনিরা), উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা; ডাক্তার মোঃ আব্দুর রহিম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা; মোঃ শাহনেওয়াজ সিরাজি, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও। ইএসডিও'র কৃষি ইউনিটের সকল কার্যক্রমে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের ফলে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সাধারণ মানুষের দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটছে। কৃষক ভাইদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এই ইউনিট ।

দাতা সংস্থার প্রতিনিধি কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন

ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধি সৌহার্দ্য III কর্মসূচি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন

কেয়ার বাংলাদেশ এর সহায়তায় ইএসডিও ২০১৬ সাল থেকে জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও বকশিগঞ্জ উপজেলায় সৌহার্দ্য III কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ইউএসএআইডি বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি তোফায়েল আলম, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট, ফুড ডিজাস্টার এন্ড হিউমেনটেরিয়ন এ্যাসিসটেন্ট অফিসার এবং কেয়ার বাংলাদেশ সৌহার্দ্য III প্রোগ্রামের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর সাজেদা বেগম ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি বকশিগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার সৌহার্দ্য III প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রথম দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি বকশিগঞ্জ উপজেলার মেরুরচর ইউনিয়নের আইরমারী গ্রামের সৌহার্দ্য III কর্মসূচীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

আইরমারী গ্রামে তিনি এমসিএইচ্এমএন 'মা' গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও সিওজি পার্টিসিপেন্টদের একটি দলের সাথে প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। কার্যক্রমে, সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারীর সাথে লিংকেজ স্থাপন, নারীর ক্ষমতায়ণ, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে মত বিনিময় করেন। তিনি উপস্থিত উপকারভোগীদের সাথে কর্মসূচীর কার্যক্রমের ফলে কি পরিবর্তন হয়েছে তা জানতে চান। তিনি উক্ত গ্রামে কিছু নতুন উন্নত টেকনোলজি যেমন- মাচায় ছাগল পালন, হাত ধৌত করার জন্য টিপিটেপ এবং সবজি ক্ষেতের পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ পরিদর্শন করেন।

অত:পর তিনি বকশিগঞ্জ উপজেলার অফিসে উপজেলা কো অর্ডিনেটর, টেকনিক্যাল অফিসার এবং এফটি দের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ইএসডিও সৌহার্দ্য III প্রোগ্রাম অফিসে প্রোগ্রামের সিনিয়র ষ্টাফদের সাথে সভা করেন এবং প্রোগ্রামের নতুন বাস্তবায়ন কৌশল ও স্থায়ীত্বশীলতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ইসলামপুর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের গোয়ালেরডোবা গ্রামে ভিএসএলএ (ভিলেজ সেভিংস এন্ড লোন এসোসিয়েশন) এর কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া নিয়ে ভিএসএলএ এর সাথে মতবিনিময় করেন। অত:পর তিনি কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত কিছু পার্টিসিপেন্ট এর বাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং তাদের সাথে সৌহার্দ্য III প্রোগ্রামের সহযোগিতায় তাদের জীবনযাত্রার মানের কি পরিবর্তন হয়েছে তা নিয়ে কথা বলেন।

তিনি ইসলামপুর উপজেলার পলবান্ধা ইউনিয়নের চর বাটিকামারী গ্রামের হস্তশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একটি দল পরিদর্শন করেন। দলের সাথে তারা এখন কিভাবে কাজ করছে এবং তারা দিনে কত টাকা আয় করেন, কিভাবে কাজের অর্ডার পাচ্ছেন, কিভাবে মার্কেট লিংকেজ হচ্ছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। মাঠ পরিদর্শনের সার্বিক বিষয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

SEIP প্রকল্পের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের ইএসডিও পরিচালিত ইআইটি'র কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি সেইপ (SEIP) প্রকল্পের অধীনে ইএসডিও পরিচালিত ইআইটি'র কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ ভেন্যু পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও সেইপ প্রকল্পের উপ-নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক মো: ফজলুল বারি; সেইপ প্রকল্পের সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব, অর্থ বিভাগ) আবু দাইয়ান মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ; সেইপ প্রকল্পের সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত উপ কম্পোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, অর্থ বিভাগ) মো: নুরুল ইসলাম; কো-অর্ডিনেটর M&E বিজিএমইএ-সেইপ, মো: মহিবুল্লাহ।

পরিদর্শন শেষে পরিদর্শকবৃন্দ বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময় তারা প্রশিক্ষণের মান ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রশংসা করেন এবং এই গুনগত মানের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীদের সাথে ছিলেন ঠাকুরগাঁয়ের জেলা প্রশাসক ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম এবং ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও ইআইটি'র চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

ইএসডিও-শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন জাপান এম্বাসির প্রতিনিধি

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জাপান এম্বাসি অব বাংলাদেশের জিজিএইচপি গ্র্যান্ড অফিসার নাফিসা শামীম রুডমিলা ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন কেবিন, ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং হাসপাতালে ভর্তিকৃত চিকিৎসাসেবীদের সাথে কথা বলেন। পরিদর্শন শেষে তিনি হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসার মান ও স্বাস্থ্যসেবার পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ধীরে ধীরে হাসপাতালটি একটি মানসম্পন্ন আধুনিক হাসপাতালে পরিণত হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

রংপুরে JANO প্রকল্পের বিভাগীয় অবহিতকরণ সভা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রংপুর বিভাগীয় কমিশনার সম্মেলন কক্ষে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় এবং ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) শীর্ষক প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব ডাঃ অমল চন্দ্র সাহা, পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ, রংপুর। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় প্রধান অতিথি বলেন, প্রকল্পের শুরুতেই যেন একটি বেইজ লাইন সার্ভে করা হয় এবং সেটা যেন সকল ডিপার্টমেন্টের সাথে শেয়ার করা হয়। তিনি সরকার অনুমোদিত কারিকুলাম JANO প্রকল্পে ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সচেতনতার পাশাপাশি যদি সব্জি চাষের ক্ষেত্রে কোন ইনপুট সাপোর্ট দেয়া যায় সেজন্য তিনি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ডাঃ হৃষিকেশ সরকার, ডিভিশনাল ম্যানেজার (এক্টিং), প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, রংপুর। কেয়ার বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন জনাব নীহার কুমার প্রামানিক, টেকনিক্যাল অফিসার, নিউট্রিশন সেনসেটিভ এগ্রিকালচার, JANO প্রকল্প এবং ইএসডিও সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন জনাব আবু আযম নূর, এ্যাডভাইজার (প্রোগ্রাম এন্ড এইচআর), ইএসডিও।

জনাব বাসনা মারমা, ম্যানেজার, নিউট্রিশন স্পেশালিষ্ট, প্রোগ্রাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, জানো প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল, কাজের কৌশল সহ প্রকল্পের সার্বিক পরিচিতি উপস্থাপন করেন। কর্মএলাকা সম্পর্কে তিনি বলেন, জানো প্রকল্প, রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলার ৬৮ টি ইউনিয়নের ২১৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ৩৩০ টি স্কুলে সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কাজ করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি সকলের সহযোগিতাও কামনা করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন জনাব হারজিনা জোহরা, নিউট্রিশন স্পেশালিষ্ট, জানো প্রকল্প, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় JANO প্রকল্পের অবহিতকরণ ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা

গত ৭ ফেব্রুয়ারী রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায়, উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় এবং ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) শীর্ষক প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তারাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম। সভায় জানো প্রকল্পের অবহিতকরণের পাশাপাশি উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয় যা উপস্থাপন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব ডা: মোস্তফা জামান চৌধুরী। এ সময় নবগঠিত পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, এবং কেয়ার বাংলাদেশ ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতি বলেন, পুষ্টি কার্যক্রমকে সফল করার জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন বাজারে ভেজাল খাদ্য নিরসনের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুষ্টি কার্যক্রমকে সফল করার জন্য উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে আরও জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অবহিতকরণ সভায় জানো প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল, কাজের কৌশল সহ প্রকল্পের সার্বিক পরিচিতি সকলের সামনে উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানি, ম্যানেজার, মাল্টিসেক্টরাল গভর্নেন্স, জানো প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ।

কর্মএলাকা সম্পর্কে তিনি বলেন, জানো প্রকল্প রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলার ৬৮ টি ইউনিয়নের ২১৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ৩৩০ টি স্কুলে সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কাজ করবে। এসময় প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতাও কামনা করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন ইএসডিও- জানো প্রকল্পের, প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মারুফ আহ্‌মেদ।

ইএসডিও এবং ঠাকুরগাঁও বার্ডস ক্লাব এর আয়োজনে নদী চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ইএসডিও কেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ হলরুমে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ এর নদী চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। ইএসডিও এবং বার্ডস ক্লাব ঠাকুরগাঁও যৌথভাবে এই নদী চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে। নদীচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন আবু তাহের মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, ঠাকুরগাঁও। নদীচিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও; মূখ্য আলোচক ছিলেন ড. তুহিন ওয়াদুদ, শিক্ষক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; বিশেষ অতিথি ছিলেন সেলিমা আখতার, পরিচালক(প্রশাসন) ইএসডিও; আবুল কাশেম, প্রকল্প সমন্বয়কারী ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) পিকেএসএফ; মাহবুব সিদ্দিকী, বিশিষ্ট নদী গবেষক; সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মূখ্য আলোচক ড. তুহিন ওয়াদুদ বলেন, এদেশের নদ-নদী আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও পরিচয়ের অন্যতম ধারক- বাহক। এ বোধ থেকেই আমি রংপুর বিভাগের বিভিন্ন নদীগুলো সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি। রংপুর অঞ্চলের নদ-নদীর সঠিক সংখ্যা জানা যায়না। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর একটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় সারাদেশে ৪০৫টি নদীর কথা। এর মধ্যে রংপুর বিভাগের সংখ্যা ৮২ টি উল্লেখ করা হয়। অথচ আমি এ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি- রংপুর বিভাগেই দুই শতাধিক নদী এখনো বেঁচে আছে। জেলা ভিত্তিক এসব নদ-নদীর নামসহ চিত্র আমি এই প্রদর্শনীতে স্থান দিয়েছি।

প্রধান অতিথি কে এম কামরুজ্জামান সেলিম বলেন, বাংলাদেশে নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বুড়িগঙ্গা সহ কিছু নদীর নাম আমরা জানি বা চিনি। আজকের এই নদী চিত্র প্রদর্শনী থেকে আমরা জানতে পারলাম রংপুর বিভাগের অসংখ্য নদ -নদীর নাম। অজানাকে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, আমাদের অজানা দৃষ্টি খুলে দেওয়ার জন্য, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তুলে ধরার জন্য ড. তুহিন ওয়াদুদ কে ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, আমরা জানি নদীর প্রবহমান ধারা ভূমিকে উর্বর করে তোলে, ফলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের জন্য নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবে এই নদীগুলো সংরক্ষণ করা জরুরী। তা না হলে অযত্নে এই নদীগুলো বিলীন হয়ে গেলে কৃষি, ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার সহ নানা ক্ষেত্রে সংকট বাড়বে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, নদ-নদী বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার। ষড়ঋতুর এই দেশে নদীগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। নদী আমাদের জীবনের অংশ তাই যেকোনভাবেই আমাদের নদী রক্ষা করতে হবে। কারণ নদী এদেশের হাজার বছরের ইতিহাসের অংশ। তাই নদী দখল করে অবৈধ স্থাপনা, নদীতে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলানো রোধ করতে হবে। নদীর স্বাভাবিক রূপ আমরা দেখতে চাই, যাতে আমাদের অর্থনীতিকে অধিকতর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পরে অতিথিবৃন্দ নদী চিত্র প্রদর্শনী গ্যালারী ঘুরে ঘুরে দেখেন।

নদীচিত্র প্রদর্শনী গ্যালারী ঘুরে ঘুরে দেখছেন অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ।

নিরাপদ স্কুল কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রাথমিক চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ ও মহড়া অনুষ্ঠিত

এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে থাকবেনা কোন বৈষম্য- এই স্বপ্ন তথা ভিশনকে লালন করেই প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহায়তায় ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(ইএসডিও)'র বাস্তবায়নে নিরাপদ স্কুল কার্যক্রমের আওতায় সমাজের দুর্যোগ সহনশীলতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নানাবিধ কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ছেলে মেয়েদের নিরাপদ স্কুল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রভাব কমিয়ে আনতে এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মহড়ার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিচালনা করেন কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট। প্রকল্পের আওতায় ৯টি প্রাথমিক ও ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সবকটিতে প্রাথমিক চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক মহড়ায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন চর বেষ্টিত কচাকাটা, কেদার ও বল্লভেরখাস ইউনিয়নে ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি জুলাই'১৮ তে শুরু হয়ে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত চলবে। প্রাথমিক চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণগুলোতে কচাকাটা, কেদার ও বল্লভেরখাস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক চিকিৎসার উপর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় ১১৪০ জন কিশোরীসহ ২৫২ জন স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপস্থিত থেকে দুর্যোগ ও জরুরী সাড়া প্রদানে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ইএসডিও'র পরলোকগত উন্নয়ন কর্মীদের পরিবারের মাঝে বীমা'র চেক প্রদান

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ইএসডিও প্রধান কার্যালয়স্থ মেধা অনুশীলন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের মৃত উন্নয়ন কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে মৃত্যু বীমা'র চেক প্রদান করা হয়। ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও'র অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) ও ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাম্প্রতিক কালে মৃত উন্নয়ন কর্মীদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। নিরবতা শেষে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন)- স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম দিনাজপুরের ফিল্ড মনিটর স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র বর্মনের স্ত্রী লক্ষ্মী রানী বর্মনকে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৮৬ টাকা; মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর শাখার ফিল্ড অফিসার মরহুম তৌফিজুল ইসলামের স্ত্রী গোলছেরা বেগমকে ৪ লক্ষ ১ হাজার ৮৭৮ টাকা; স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম দিনাজপুরের ফিল্ড মনিটর মরহুম মাহফুজুর রহমান জিয়নের স্ত্রী শাম্মী আখতারকে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৬৮ টাকা এবং ইকো ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ঠাকুরগাঁও'র নৈশ প্রহরী মরহুম নূরল ইসলামের স্ত্রী রাজিয়া খাতুনকে ২ লক্ষ টাকা সহ মোট ১৫ লক্ষ ৭১ হাজার ১৩২ টাকার চেক প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক তাঁর বক্তব্যে বলেন, মৃত্যুর শোক পালনের মত এমন বেদনাবিধুর অনুষ্ঠান আমরা করতে চাইনা। তিনি মরহুমের পরিবারের কোন সদস্য যোগ্য থাকলে তাকে চাকুরী প্রদানের আশ্বাস দেন।

রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জোনের

২৬ পৃষ্ঠার পর

মাইক্রোফিন্যান্সসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভা, পর্যটন মোটেল রাজশাহীতে, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত উন্নয়নকর্মীদের পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। সভায় জুলাই ১৮ হতে জানুয়ারি ১৯ পর্যন্ত অর্জন, বিশ্লেষণ, কর্মীদের নানামুখী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রধান কার্যালয় হতে আগত অতিথিবৃন্দের পরামর্শমূলক বক্তব্য, আগামী ২০২২ সালের কর্মপরিকল্পনা, বিভিন্ন প্রকল্পের রিপোর্ট পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন, উন্মুক্ত আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল। সভায় নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত প্রতিটি শাখার শাখা ব্যবস্থাপকসহ ফিল্ড অফিসারদের নিকট হতে ঋণ স্থিতি, সঞ্চয় স্থিতি, সারপ্লাসের তথ্য গ্রহণ করেন। সভায় নির্বাহী পরিচালক বলেন, বাংলাদেশের যতগুলো এনজিও রয়েছে তার মধ্যে ইএসডিও হবে অন্যতম। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এমন এক দিন আসবে যেদিন ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকের চেয়ে ইএসডিও'র শাখা ব্যবস্থাপকের বেতন ভাতা বেশি হবে। এমনকি অফিস ডেকোরেশন হবে ব্যাংকের চেয়ে অনেক উন্নত। তিনি আরো আশা প্রকাশ করেন, ২০২২ সালে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির ঋণ স্থিতি হবে ৭৫০ কোটি টাকার বেশি যা আমরা অর্জন করতে সক্ষম হবো। তিনি নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী জোনের সকল উন্নয়নকর্মীকে আন্তরিকতার সাথে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও ছবির সমন্বয়ে করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত সকল পর্যায়ের উন্নয়নকর্মীদেরকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভূমিকম্পের উপর মহড়া অনুষ্ঠিত

গত ৪ ফেব্রুয়ারি সিন্দুর্না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অংশগ্রহণে ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ভৌগলিক অবস্থার কারনে রংপুর বিভাগের অনেক এলাকা ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা তার বাস্তবতা হিসেবে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প সংঘটিত হতে দেখেছি। ভূমিকম্প যদি দিনের বেলায় ঘটে তাহলে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কত বড় ক্ষতি হতে পারে এটি ভাবনার বিষয়। কিন্তু এই ভয়াবহ দুর্যোগের হাত থেকে আমাদের বাচাঁর উপায় বের করতে হবে। একটি বিদ্যালয়কে রাখতে হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শিশুদের দিতে হবে ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া যার মাধ্যমে তারা দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। নিজেদের নিরাপদ রাখতে শিখবে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। ভূমিকম্পের সময় শিক্ষার্থীদের কী করা উচিত, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) বাস্তবায়িত ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ এর মাধ্যমে উক্ত ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ-সতর্কীকরণ, উদ্ধারকারী, রোগী ও মনোসামাজিক চারটি দলে বিভক্ত হয়ে মহড়াটি সম্পন্ন করেন। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীসহ এলাকার সাধারণ জনগণ মহড়া অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

মোছাঃ শারমিন আক্তার, ৫ম শ্রেণি, সিন্দুর্না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলেন-"আগে ভূমিকম্প হলে আমি ভয়ে ছোটাছুটি ও দৌড় দিতাম কিন্তু ভূমিকম্পের সময় ছোটাছুটি না করে বেঞ্চের নিচে লুকাতে হয় আবার ভূমিকম্প থেমে গেলে খোলা জায়গায় যেতে হয় সেটি শিখলাম যা পরবর্তী সময়ে ভূমিকম্প হলে আমি মেনে চলব"

মোঃ শামসুল আলম, প্রধান শিক্ষক, সিন্দুর্না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলেন- "ভূমিকম্পের উপর মহড়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষনীয় বিষয় যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য কাজে লাগবে এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে"।

ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসেই সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছে। যে সমাজে নারীর মর্যাদা যত বেশি সমুন্নত সে সমাজ তত বেশি উন্নতি সাধনে সক্ষম । আজকের বিশ্ব সভ্যতায় যে আলোকজ্জ্বল বিকাশ এর পিছনেও নারীর অবদান কম নয়। নারী তার স্নেহ-মায়া-মমতা ও নিরন্তর শ্রম দিয়ে বিশ্ব সভ্যতার চাকাকে সচল রেখেছে । জীবন ও সংসার ধর্মে নারীর সাহচর্য এবং প্রেরণা ছাড়া সফল হওয়া সম্ভব হয় না । এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো’। গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের হলরুমে ইএসডিও জেন্ডার সেলের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইএসডিও জেন্ডার সেলের চেয়ারম্যান ও ইএসডিও’র পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও’র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মোঃ এনামুল হক, প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী (এমএফ) ইএসডিও; জহুরাতুন নেসা, উপাধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ; রিক্তা ভট্টাচার্য, উত্তম কুমার অধিকারী, শিক্ষক, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ; রত্না সরকার, ফাইন্যান্স অফিসার, ইএসডিও । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য এবং প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ইএসডিও জেন্ডার সেলের সদস্য সচিব মোছাঃ সামসুৎ তাবরীজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইএসডিও একটি নারী বান্ধব প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, নারীদের সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজেদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে তাহলেই নারীরা আর পিছিয়ে থাকবে না। তিনি আরও বলেন, আমাদের উচিত নারীরা যাতে সমাজ গঠনে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারে সে পথ দেখিয়ে দেওয়া । সভাপতির বক্তব্যে সেলিমা আখতার বলেন, ইএসডিও বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নারীরা পারে না এ কথা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আজ নারীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পারছে । তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, অনেক নারী আজ সমাজ প্রগতিতে অসামান্য অবদান রেখে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন - যেমন মাদামকুরি, মাদার তেরেসা, লীলাবতি, বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা, সরোজিনী নাইডু সহ আরো অনেকে। কাজেই নারীদের প্রতি আস্থাশীল থেকে তাদেরকে সমাজ প্রগতির কাজে এগিয়ে দিতে হবে।

ইএসডিও ঢাকা অফিসে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

‘সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতায় নতুন বিশ্ব গড়ো’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ইএসডিও ঢাকা লিয়াঁজো অফিসে গত ৯ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মো: দেলোয়ার ইসলাম (এপিসি)। আরো উপস্থিত ছিলেন অধিকার প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: কামাল হোসেন, রস্ক-২ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী সৌজন্য সরকার, দারিদ্র পীড়িতএলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: মাসুদ রানা ও ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্যে রাহেজান্নাত বলেন, নারী দিবসের গুরুত্ব অনুধাবন করে সকলকে নারী পুরুষ সমতায় কাজ করতে হবে। তিনি নারী উন্নয়নে ইএসডিও’র বিভিন্ন অবদান উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মো: দেলোয়ার হোসেন বলেন, বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। তবে গ্রামের নারীরা শহরের নারীদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। যেহেতু সমাজে এখনও যৌতুক, নারী নির্যাতন ও লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান তাই এসব ব্যাধি রোধে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মো: কামাল হোসেন, সৌজন্য সরকার, মাসুদ রানা, নুপুর আক্তার, মোছা: ফারজিনা বেগম ও ওয়াদুদ খান।

ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্পের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

ইএসডিও -প্রেমদীপ প্রকল্পের আয়োজনে হেকস-ইপার এর সহায়তায় পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়নে পিছিয়ে পরা আদিবাসী ও দলিত নারীদের সাথে মূল স্রোতধারার মানুষের একীভূত হওয়ার সুযোগ এবং আদিবাসী ও দলিত নারীদের অবহেলা বঞ্চনার স্বীকার হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সারাবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন করা হয়। সকালে উপজেলা প্রশাসনের সাথে র‌্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রেমদীপ প্রকল্পের সকল উন্নয়ন কর্মী। দ্বিতীয়ার্ধে শতাধিক নারী-পুরুষ মিলে জাবরহাট ইউনিয়ন পরিষদ হতে র‌্যালী বের করা হয়। র‌্যালী শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাবরহাট ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য গোলেনুর বেগম। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ নুরুল ইসলাম, সভাপতি, প্যারাভেট এসোসিয়েশন ,পীরগঞ্জ; মোঃ শফিউল্লাহ, প্রভাষক, জাবরহাট ডিগ্রি কলেজ; মোঃ রওশন জামাল চৌধুরী, টেকনিক্যাল ম্যানেজার, প্রেমদীপ প্রকল্প; মোঃ ওয়ালিউর রহমান, উপজেলা ম্যানেজার এবং প্রকল্পের সকল কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরগণ ।

ইএসডিও-সমৃদ্ধি কর্মসূচির আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় গত ১৩ মার্চ 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার, নতুন বিশ্ব গড়ো' প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও আলোচনা সভা ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নারী নেত্রী ও সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য পলি আক্তার এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নারী প্রতিনিধি বিউটি রাণী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্ষিতিশ চন্দ্র বর্মন, ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফোকাল পার্সন স্বপন কুমার সাহা, আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কাজী আবুল কাশেম, আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ইএসডিও প্রবীণ কর্মসূচির প্রবীণ কমিটির সাধারন সম্পাদক মঞ্জুর ইসলাম, প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব শ্রী গৌরাঙ্গ রায় প্রমূখ।

লালমনিরহাটে ইএসডিও-সমৃদ্ধি কর্মসূচির আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ৩নং তুষভান্ডার ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় গত ১২মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ উদযাপন করা হয়। গৃহিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল র‍্যালী ও আলোচনা সভা।

'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো,নারী-পুরুষ সমতার, নতুন বিশ্ব গড়ো' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভায় প্রকল্পের ফোকাল পার্সন স্বপন কুমার সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ লায়লা আক্তার বানু, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ; বিশেষ অতিথি হিসেবে নুর ইসলাম আহমেদ চেয়ারম্যান ০৩ নং তুষভান্ডার ইউনিয়ন, কালীগঞ্জ; মোঃ আমিনুর ইসলাম, সভাপতি প্রেসক্লাব, কালীগঞ্জ। আরও উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল লতিফ, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জহিরুল ইসলাম ,সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যকর্মকর্তা, নুর আলম নুর,মোছাঃ রাবেয়া বেগম, উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকতা মোঃ শাহজালাল আহমেদ।

নানা আয়োজনে জামালপুর জেলায় ইএসডিও সৌহার্দ্য-III কর্মসূচির আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

গত ৮ মার্চ জামালপুর জেলায় জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও ইএসডিও সৌহার্দ্য- III প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালী, মানববন্ধন, নারী মেলা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা।

উল্লেখ্য যে, জামালপুর জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর ও বকশীগঞ্জ উপজেলায় অনুরুপ কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। নারী দিবস উপলক্ষ্যে ইসলামপুর উপজেলায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ফরিদুল হক খান দুলাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজীব কুমার সরকার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জামালপুর; মছিরন নেসা, উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জামালপুর; মোঃ নবী নেওয়াজ খান বিপুল, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইসলামপুর; মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইসলামপুর।

জামালাপুর ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ফরিদুল হক খান দুলাল মানব বন্ধন কর্মসূচির আলোচনা সভায় তাঁর বক্তব্যে দিবসটি আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য ইএসডিও সৌহার্দ্য III প্রোগ্রাম সহ সকল অংশগ্রহনকারী সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ইএসডিও সৌহার্দ্য III প্রোগ্রামের মাধ্যমে অতি দরিদ্র, দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়ণ, নারী-পুরুষ সমতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করছে এটি খুব ভাল উদ্যোগ। আমরা সবসময় সৌহার্দ্য III প্রোগ্রামের সাথে থাকব।

প্রেমদীপ প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ১০ মার্চ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় কালিতলা গ্রামীণ বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ২ দিনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। হেকস -ইপার এর অর্থায়নে ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্প এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন মোঃ মুক্তারুল ইসলাম, এমডিএম, প্রেমদীপ প্রকল্প এবং ঠাকুরগাঁও সদর টেকনিক্যাল ম্যানেজার মোছাঃ সামসুৎ তাবরীজ, ভিসিএফ স্বদেশ শর্মা ।

গরু টিকা ক্যাম্প

গত ১০ মার্চ পীরগঞ্জ উপজেলার পড়োটলা চকবাসুদেবপুর গ্রামে ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্পের আয়োজনে ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় গরুর ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে প্রেমদীপ প্রকল্পের পিওসি ও মূল স্রোতধারার মানুষ সহ প্রায় ৫৮ জনের ১১৩ টি গরুকে টিকা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে টিকা প্রদানের পাশাপাশি উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের পক্ষে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করেন এবং গরুর বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন । গরু টিকা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পীরগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের ভ্যাটেরিনারী ফিল্ড সহকারী মোঃ আনতাজ আলী; রওশন জামান চৌধুরী, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (মার্কেট ডেভলপমেন্ট); চন্দন চন্দ্র সিংহ, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর; মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর এবং সংশ্লিষ্ট ভিডিসির সদস্য ও উৎপাদন দলের সদস্যগণ এবং স্থানীয় প্যারাভেট মোঃ মুক্তারুল ইসলাম ।

প্রেমদীপ প্রকল্পের উদ্যোগে তাঁত জাত পণ্য পাপোশ তৈরী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

গত ১৬ মার্চ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ভাঁতগাঁও ও মাদারগঞ্জ কমিউনিটির পিছিয়ে পরা আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১ জন পিওওসিকে নিয়ে তাঁত জাত পণ্য পাপোশ তৈরীর উপর ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হয়। হেকস-ইপার এর অর্থায়নে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রমোশন অফ রাইটস অফ এথনিক মাইনোরিটি এন্ড দলিতস ফর ইমপ্রুম্পমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠিকে এগিয়ে নিতে কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন ইএসডিও'র সহকারী প্রোগ্রাম কো- অর্ডিনেটর ও প্রেমদীপ প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মোঃ শামীম হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মোঃ আমিনুল ইসলাম, পলি বেগম, প্রেমদীপ প্রকল্পের এমডিএম মোঃ মোক্তারুল ইসলাম,টেকনিক্যাল ম্যানেজার মোছা ঃ সামসুৎ তাবরীজ, উপজেলা ম্যানেজার ঝর্ণা বেগম ,ভিসিএফ স্বদেশ শর্মা এবং অনুভা কক্ষা পালিত। ইউপি সদস্য কাজটিকে নিয়মিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন । প্রশিক্ষণটির প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন উদ্যোক্তা মোঃ দুলাল ।

চাকুরীদাতাদের সাথে মতবিনিময়

গত ১৩ মার্চ ইএসডিও চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে ইকো ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (ইআইটি) পরিচালিত এসইআইপি'র বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে প্রাণ-আরএফএল সহ স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'চাকুরীদাতাদের সাথে মতবিনিময় ও তাৎক্ষণিক নিয়োগ সংক্রান্ত সভা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ মাহমুদুল হাসান ফরহাদ, সহকারী ব্যবস্থাপক , মানবসম্পদ বিভাগ, আরএফএল; মাসুদুর রহমান বাবু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাসটেইনেবল এন্ড এগ্রো রিসার্চ লিঃ, সেফা প্রিন্ট এর স্বত্বাধিকারী মোঃ সহিদুজ্জামান সহিদ সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ইএসডিও এবং ইআইটি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। মতবিনিময় কালে অতিথিবৃন্দ বর্তমানে দেশ, জাতি ও টেকসই উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মমূখী হওয়ার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মোঃ মাহমুদুল হাসান ফরহাদ, সহকারী ব্যবস্থাপক, মানবসম্পদ বিভাগ, আরএফএল তাৎক্ষণিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইআইটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এসইআইপি প্রকল্পের প্রায় ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রাণ-আরএফএল গ্রুপে চাকুরী নিশ্চিত করেন। এছাড়াও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে এসইআইপি'র প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়োগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

প্রবীণ কর্মসূচীর প্রবীণ কমিটির সাথে পিকেএসএফ'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

গত ৫ মার্চ পিকেএসএফ'র সহায়তায় ইএসডিও'র বাস্তবায়নে পরিচালিত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের গ্রাম কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগণের সাথে প্রবীণ কর্মসূচীর কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন । মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ মশিউর রহমান, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ; মোঃ মাসুম কবির ,প্রোগ্রাম অফিসার (ট্রেনিং) পিকেএসএফ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ এনামুল হক ,প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী, ইএসডিও ; স্বপন কুমার সাহা, এপিসি (এমএফ) ইএসডিও; কৃষ্ণ কুমার রায়, জোনাল ম্যানেজার, ইএসডিও; মোঃ মফিজুর রহমান মনি, পিসি, সমৃদ্ধি কর্মসূচী ; মোঃ জিব্রীল ইডেন, প্রোগ্রাম অফিসার, প্রবীণ কর্মসূচী; ধনীচরণ বর্মন, সভাপতি ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি; মনজু মিয়া, সাধারণ সম্পাদক, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি ও কামিনী বর্মন ইউপি সদস্য, আউলিয়াপুর ইউনিয়ন ।

পিকেএসএফ'র সাথে ইএসডিও'র লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্টের চুক্তি স্বাক্ষর

গত ১৪ মার্চ ঢাকাস্থ পিকেএসএফ ভবনে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ও নিকটবর্তী ইউনিয়ন সমূহের পরিবারের মাঝে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম তৌহিদ স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের দলিলাদি ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর হাতে তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র মহাব্যবস্থাপক ড. নূরুজ্জামান।

যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং প্রতিরোধে

ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল ও হরিপুর উপজেলায় সাইক্লিং ও মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র বাস্তবায়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় রানীশংকৈল উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং, প্রতিরোধের লক্ষ্যে মেয়েদের সাইক্লিং ও ছেলেদের মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা গত ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫৫ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মো: আলী শাহরিয়ার। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইএসডিও'র জোনাল ম্যানেজার মো: আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো: আলী শাহরিয়ার , বিশেষ অতিথি রানীশংকৈল থানার এসআই মো: মিজানুর রহমান। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম। ছেলেদের মিনি ম্যারাথন দৌড়ে ০৫ জন ও মেয়েদের সাইক্লিং এ ০৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

গত ২০ মার্চ ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি ও ইভটিজিং প্রতিরোধে মেয়েদের সাইক্লিং ও ছেলেদের মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইএসডিও'র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর শাহ মো: আমিনুল হক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো: এস আর ফারুক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিপুর থানার এসআই শাজাহান। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম। ছেলেদের মিনি ম্যারাথন দৌড়ে ০৫ জন ও মেয়েদের সাইক্লিং এ ০৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় আগত অভিভাবকগণ মতামত দেন যে এই রকম প্রতিযোগিতা যাতে বেশি বেশি আয়োজন করা যায় সেই দিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেন।

কিন্ডার গার্টেন বৃত্তি পরীক্ষায় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের ঈর্ষণীয় সাফল্য

বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৮ সালের ১ম শ্রেণী হতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি পরীক্ষায় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ হতে ১৬১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৮৫ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে ।

বৃত্তি ফলাফল নিয়ে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার বলেন , 'আমার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে । তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির সুযোগ পায় । তাই প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রথম ,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়ে থাকে ।'

কেয়ার বাংলাদেশের সিনিয়র কর্মকর্তা ও জানো প্রকল্পের সিনিয়র টিম লিডার কর্তৃক ইএসডিও-জানো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায়, ইএসডিও Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) প্রকল্পের কার্যক্রম রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

এরই ধারাবাহিতকায় ১১ ও ১২ মার্চ প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জনাব সাদেকুল আমিন (ফাহিম), ডিরেক্টর এ্যাক্সটারনাল রুরাল পোভার্টি, কেয়ার বাংলাদেশ; মুরাদ বিন আজিজ, গভর্নেন্স কো-অর্ডিনেটর, কেয়ার বাংলাদেশ; তানিয়া শারমিন, সিনিয়র টিম লিডার, জানো প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ গত ১১ তারিখে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলায় এবং ১২ তারিখে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় ইএসডিও-জানো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তারা কমিউনিটি সিচ্যুয়েশন এ্যানালাইসিস পরিদর্শনের পাশাপাশি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সদস্য, সিএইচসিপি ও ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া নীলফামারী সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের আরাজী চড়াইখোলা আঃ হাকিম সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক ও তারাগঞ্জ উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের হাজীরবাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেন।

সামরিক কর্মকর্তাদের লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর পরিদর্শন

গত ৪ মার্চ ঠাকুরগাঁও জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিমের নেতৃত্বে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর পরিদর্শন করলেন এয়ার ভাইস মার্শাল শেখ মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান , ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসানুল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাদেক , ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বসির, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এমদাদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন সহ সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শনকালে তাঁরা লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের সংগ্রহ দেখে অভিভূত হন। এ সময় তাঁরা বলেন লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর বাংলাদেশের একটি অনন্য সংগ্রহশালা ।

ইএসডিও-সৌহার্দ্য-III প্রকল্পের জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন

গত ১২ মার্চ জেলা প্রশাসন ও জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জামালপুরের আয়োজনে, ইউএসআইডি'র অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায়, ইএসডিও'র বাস্তবায়নে সৌহার্দ্য-III প্রকল্পের আওতায় জামালপুর জেলায় জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন করা হয় । এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'দূর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি, হ্রাস করবে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি।' দিবসটি উদযাপনে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালী শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ নায়েব আলী, জেলা ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা; প্রধান অতিথি ছিলেন রাজীব কুমার সরকার , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জামালপুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ বাছির উদ্দীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ,জামালপুর । এছাড়াও ইএসডিও -সৌহার্দ্য -৩ কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার, টেকনিক্যাল অফিসার ও ফিল্ড ট্রেইনার সহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মিলে প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত থেকে উক্ত দিবসের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ।

বঙ্গবন্ধুর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত

বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক, মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করলো ইএসডিও । এ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের মেধা অনুশীলন কেন্দ্রে গত ১৭ মার্চ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ইএসডিও 'র নির্বাহী পরিচালক ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোঃ এনামুল হক , প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী ; মোঃ জিল্লুর রহমান, ফিন্যান্স কন্ট্রোলার; যামিনী কুমার রায়, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর; আবুল মনসুর সরকার, এপিসি (এইচ আর) ইএসডিও । সভাপতির বক্তব্যে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে একটি প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করে শোনান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন , আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খাকে বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়ন করেছিলেন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অমরকীর্তি স্বাধীন বাংলাদেশ । মহান এই নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর ত্যাগ ও জীবনী থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ সেবায় নিজেকে নিবেদন করতে হবে। কবি নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা-এই শব্দটি যেভাবে আমাদের হলো' একটি কবিতা পাঠের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যের ইতি টানেন ।

জানো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ড. চারুলতা ব্যানার্জি

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে কেয়ার বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) প্রকল্পের কার্যক্রম রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। গত ১০ মার্চ হতে ১৩ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত রংপুর জেলার ইএসডিও জানো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ড. চারুলতা ব্যানার্জি, রিজিওনাল নলেজ ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (এশিয়া), ইএনএন । তিনি রংপুর বিভাগের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক; সিভিল সার্জন- রংপুর; জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক- রংপুর; উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রংপুর; উপ-পরিচালক-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর; সহকারী পরিচালক-জেলা সমাজসেবা কার্যালয় রংপুর এর সাথে মতবিনিময় করেন।

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ এ নাটকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) ওয়াটার এইডের অর্থায়নে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার ৬নং লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রেখে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে তিনটি বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যাভ্যাস। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, ঠাকুরগাঁও কর্ম এলাকার প্রতিটি জনগণ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করবে, নিরাপদ পানি রান্না ও খাওয়ার কাজে ব্যবহার করবে এবং ঝুঁকির মুহুর্তে সাবান দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ধুবে। এই অভ্যাস পরিবর্তনের এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম এর পাশাপাশি থিয়েটার এর আয়োজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ মার্চ থেকে প্রতিটি ইউনিয়নে থিয়েটার প্রদর্শনীর কাজ শুরু হয়েছে। প্রথমদিন রাজাগাঁও, রুহিয়া পশ্চিম এবং আকচা ইউনিয়নে থিয়েটার প্রদর্শন করা হয়। এতে উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ, ইউপি সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কমিউনিটির জনগণসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণ অংশগ্রহন করেন। চেয়ারম্যান মহোদয়গন বলেন এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর ফলে জনগণ খুবই তাড়াতাড়ি সচেতন হবেন এবং তাদের অভ্যাস পরিবর্তনে বিশাল ভূমিকা রাখবেন। এ ছাড়াও এই কার্যক্রমের পাশাপাশি মসজিদ, মন্দিরে উক্ত বিষয় নিয়ে ঈমাম ও পুরোহিতদের দিয়ে সেশন করানো, প্রতি ইউনিয়নে বিভিন্ন স্পটে ১৮ টি উঠান বৈঠক, প্রতি ইউনিয়নে ৪৫ টি খানা ভিজিট এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রদান করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১৫ জনকে সেরা পরিবার হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। উঠান বৈঠক এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সেরা পরিবার নির্বাচন করে থিয়েটার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির মাধ্যমে এই সেরা পরিবারগুলোকে পুরস্কৃত করা হবে। পরবর্তীতে আবারো ১৮ টি ইউনিয়নে থিয়েটার প্রদর্শন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আনন্দঘন পরিবেশে সংবর্ধিত হলেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

ইএসডিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মানে অবদান রাখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গত ২ মার্চ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে কৃতি অ্যালামনাই সম্মাননা প্রদান করেন। তাঁর এই কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে ইএসডিও পরিবার গত ৭ মার্চ ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ মাঠে সংবর্ধনা প্রদান করেন। তাঁর সংবর্ধনা মঞ্চে আগমন হলে গর্বিত ইএসডিও পরিবার তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিসিক্ত করেন। এ সময় এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সংবর্ধনাকালে তাঁর সাথে ছিলেন ইএসডিও পরিচালক (প্রশাসন) ও কৃতি অ্যালামনাই সেলিমা আখতার এবং ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র শাশ্বত জামান। সংবর্ধনা সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, এই অর্জন আমার ব্যক্তিগত নয়, এই অর্জন ইএসডিও'র। এমন প্রাপ্তিতে আমি একা সম্মানিত নই, গোটা ইএসডিও পরিবার সম্মানিত। আর এটা সম্ভব হয়েছে আপনাদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর দায়িত্বশীল সহায়তার জন্য। তিনি বলেন, এমন আয়োজনে আমাকে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য, সম্মান জানানোর জন্য আমি ইএসডিও পরিবারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ইএসডিও নির্বাহী পরিচালকের Youth Empowerment through Social Work: Prospect in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা পত্র উপস্থাপন

`1st international conference of Social Work Education, Practice and social policy in South Asian Region' শীর্ষক সেমিনারটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধূরী সিনেট ভবনে গত ১৪ মার্চ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে Youth Empowerment through Social Work: Prospect in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। গবেষণা পত্রটি ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং সেলিমা আখতার যৌথভাবে তৈরী করেন। উপস্থাপিত গবেষণা পত্রের উপর আলোচনা করেন ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়ের প্রফেসর মাহবুবা সুলতানা ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রফেসর ড. তুলসী কুমার দাস। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৫০জন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাদার সমাজকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক

গত ১৪ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধূরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত 1st international conference of Social Work Education, Practice and Social Policy in South Asian Region' শীর্ষক সেমিনারের বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে (scientific session) সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। যেখানে আলোচক হিসেবে ছিলেন পৃথিবীখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. তাসুরু আকিমিতো, পরিচালক, এশিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক; ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মো: শাহীন খান ও প্রফেসর ড. মো: রবিউল ইসলাম।

বিশ্বখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. তাসুরু আকিমিতো, পরিচালক, এশিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এর সাথে নিবিড় আলোচনার ঘনিষ্ঠ মুহুর্তে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট অ্যালামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে কৃতি অ্যালামনাই সম্মাননা প্রদান।

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট অ্যালামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান কে গত ২মার্চ ঢাকায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতি অ্যালামনাই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান কে ক্রেষ্ট ও উত্তরীয় প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ওয়েলফেয়ার অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ পুলিশের মহা-পরিদর্শক ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি, বিপিএম (বার) ঢাকা; অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, পরিচালক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ এনামউজ্জামান, রেজিষ্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ড. মুহম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাবি;, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই এবং ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার, অধ্যাপক ড. গোলাম এম মাতব্বর, মনমথ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র; ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, কমিশনার, দূর্নীতি দমন কমিশন; খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ; মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি, হুইপ, জাতীয় সংসদ; মো: শহিদুল হক, সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; কামরুন্নাহার, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; মো: নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; রৌণক জাহান, ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় সহ সহস্রাধিক অ্যালামনাই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'আলোকিত নারী' সম্মাননা পেলেন অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার

পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিসিক্ত হলেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার। ১৬ মার্চ সেগুনবাগিচা, রয়েল চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, ঢাকায় স্বাধীনতা সংসদ আয়োজিত 'জাতীয় উন্নয়নে নারী সমাজ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও আলোকিত নারী সম্মাননা ২০১৯ বিতরণ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'আলোকিত নারী' সম্মাননা ২০১৯ প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংসদ এর প্রধান উপদেষ্টা সাবেক তথ্য সচিব সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সালমা মাসুদ চৌধুরী, বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট; প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ড. নাসরিন আহম্মেদ, উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বিশেষ অতিথি ছিলেন পীরজাদা শহীদুল হারুন, অতিরিক্ত সচিব, অর্থমন্ত্রণালয় ও ফেরদৌস আরা, বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী। এছাড়াও দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মুখর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের আয়োজনকে সম্মানীয় করে তোলে। উল্লেখ্য যে, মহান স্বাধীনতার চেতনায় লালিত ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণমূলক ও মাদকবিরোধী শিশু -কিশোর-যুব সংগঠন 'স্বাধীনতা পরিষদ' ঢাকা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের সম্মানিত করার উদ্যোগ মূলক একটি প্রতিষ্ঠিত নাম।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

উপদেষ্টা
সেলিমা আখতার
অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও

সম্পাদনা পরিষদ
নির্মল মজুমদার
আবু হেনা মোঃ মোবিনুর ইসলাম
মোঃ নাদিমুল ইসলাম

প্রকাশনায়: ইএসডিও, গোবিন্দনগর (কলেজপাড়া), ঠাকুরগাঁও-৫১০০। ফোন: +৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, +৮৮-০১৭১৪০৬৩৩৬০, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৬১-৬১৫৯৯
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com, ওয়েব সাইড : www.esdo.net.bd